কমলাকান্তের

সাধক-রঞ্জন

সম্পাদক

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

ও

শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল

——o——

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ

লিখিত মুখবন্ধ সমেত

———
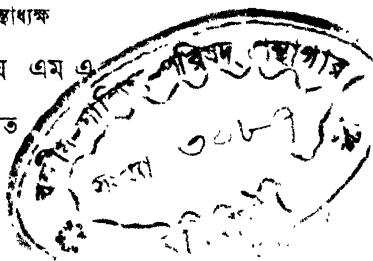
কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১৩৩২

মূল্য—সদস্য-পক্ষে—৸৹

শাখা-পরিষদের সদস্য-পক্ষে ৸৵৹

সাধারণ-পক্ষে—১৲

মুখবন্ধ

১৩২৫ বঙ্গাব্দের প্রারম্ভে আমি শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর সহিত তাঁহার বাসভূমি চান্নাগ্রামে বেড়াইতে যাই। সেই সময়ে আমার উপর পূজনীয় স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের এইরূপ আজ্ঞা ছিল যে, যখন যেখানে যাইবে, সেখানকার স্থানীয় তথ্যাদি ও পুথি সংগ্রহ করিতে হইবে। তদনুসারে শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তায় জানিতে পারি যে, গ্রামস্থ বহু ব্যক্তির বাড়ীতে প্রচুর হস্তলিখিত পুথি আছে এবং তাঁহারা অতি সযত্নে সিন্দূর মাখাইয়া তাহা ঘরের আড়ার উপর তুলিয়া রাখিয়াছেন। স্বামীজীর সুপারিশে কেহ কেহ আমাকে ঐ সকল পুথি দেখিতে অনুমতি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐ সকল পুথি সাহিত্য-পরিষদে পাঠাইতে বহু অনুরোধ করিলেও কেহই তাহাতে সম্মত হন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে আমি পুথি সংগ্রহ করিতেছি জানিতে পারিয়া এবং পরিষৎ দুষ্প্রাপ্য পুথি প্রকাশ করেন শুনিয়া ৺বিশালাক্ষী দেবীর তদানীন্তন পূজারি শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সাধক কমলাকান্ত-লিখিত "সাধক-রঞ্জন" নামক পুথিখানি আমায় দেন। আমি তাহা আনিয়া আচার্য্য ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের হাতে দেই এবং ইহা কমলাকান্ত-লিখিত একমাত্র পুথি বলিয়া তিনি এই পুথি পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত হইবে, স্থির করেন। তদনুসারে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীযুক্ত অটলবিহারী ঘোষ এম এ, বি এল মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদনে এই পুথি প্রকাশিত হইল।

পুথির আকার ১৩½" × ৩⅛", পত্র-সংখ্যা ১—১৭, ১৯—২১, ২৩। উভয় পৃষ্ঠে লেখা, ১৭শ পত্রের এক পিঠে লেখা। এক এক পৃষ্ঠায় ৬—৭ পঙ্‌ক্তি লেখা।

চান্নাগ্রাম কমলাকান্তের মাতুলালয় এবং এইখানে ৺বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। বিখ্যাত গুড়গাঁয়ের ডাঙ্গা চান্নাগ্রামের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। সুতরাং এখানে চান্নাগ্রামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তৎসহ সাধক কমলাকান্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ই, আই, রেলের থানা জংশন ষ্টেশন হইতে ২½ মাইল উত্তরে চান্নাগ্রাম অবস্থিত। ইহার ঠিক ঈশান কোণে ৺বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির। প্রায় ৪০০ শত

বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানের কোন ক্ষেত্রী (হয় ত বর্দ্ধমানের মহারাজার কোনও আত্মীয়) ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। খড়ী (খড়্গেশ্বরী) নদী মন্দিরের উত্তর পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিতা। গ্রামে পূর্ব্বে ঠিক কত লোক ছিল, বলা যায় না। তবে ভিটা ও পতিত বাস্তু দেখিয়া অনুমান হয়, পূর্ব্বে প্রায় ১০০ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল এবং প্রায় ৮০ ঘর উগ্রক্ষত্রিয় ছিল এবং অন্যান্য জাতি যথা, তাঁতি, কলু, ডোম প্রায় ২৫ ঘর ছিল। তাঁতি, কলু, ডোম এখন একেবারেই নাই। এখন প্রায় ২৫ ঘর ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের আবার ২।৪ ঘর নিঃসন্তান, ২।৪ ঘরে বিধবা বাস করেন। অনেকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র উঠিয়া গিয়া বাস করিতেছেন। উগ্র-ক্ষত্রিয় জাতির ঘরের সংখ্যা প্রায় ২০। তাহাদের মধ্যেও ২।৩ ঘর নিঃসন্তান এবং ২।১ ঘরে মাত্র বিধবারা বাস করেন। "মেটে" বলিয়া একরকম নিম্ন-শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা সংখ্যায় প্রায় ১২ ঘর হইবে এবং বাগ্দীও প্রায় ঐ সংখ্যায় হইবে। বর্ত্তমানে গ্রামের প্রান্তভাগে কোঁড়া ও সাঁওতাল আসিয়া বাস করিতেছে; তাহাদের ঘরের সংখ্যা প্রায় ৩০। এখানকার ব্রাহ্মণেরা প্রায় সকলেই শাক্ত এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি প্রায় সকলে বৈষ্ণব; সুতরাং পূর্ব্বে প্রায়ই এই দুই দলে ঝগড়া হইত। শূদ্র-পল্লীতে হরিনামের অহোরাত্র বা চব্বিশ প্রহরা হইত এবং ব্রাহ্মণ-পল্লীতে কালীনামের অহোরাত্র বা চব্বিশ প্রহরা হইত। রাস্তায় সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া উভয় দলে সাক্ষাৎ হইলে হরিনাম ও কালীনাম ত্যাগ করিয়া মূর্খজনোচিত হাতাহাতিতে পরিণত হইত এবং প্রায় শাক্তেরা ইহাতে জয়লাভ করিত। এখন সে সব আর কিছু হয় না; কে শাক্ত, কে বৈষ্ণব নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়। শূদ্রেরা অদ্যাবধি হরিনামের অহোরাত্রাদি করে, কিন্তু ব্রাহ্মণদের সর্ব্ববিষয়ে অধোগতি হওয়ায় জন্য কালীনাম বা অন্য কিছু ধর্ম্মাচরণ দেখা যায় না। এখানকার একটি বিশেষত্ব এই যে, গ্রামের চতুর্দ্দিকে প্রায় শতাধিক পুষ্করিণী আজিও বর্ত্তমান আছে।

চান্না হইতে ঠিক উত্তরে নদীর অপর পারে প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে বিখ্যাত ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা* অবস্থিত।

৺বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরটি একটি ছোট এক-কামরা ঘর, সম্মুখে রোয়াক আছে। পার্শ্বেই শ্মশান ও তৎপরে খড়ী নদী। দেবীর মূর্ত্তি একটি গোল সিন্দুর-মাথান রক্তবর্ণ মুখ মাত্র বলিয়া মনে হইল। নিম্নলিখিত মন্ত্রে ৺বিশালাক্ষী দেবীর ধ্যান করা হয়। ৺বিশালাক্ষীর ধ্যান—

* ডাঙ্গা—অনুর্ব্বর পতিত উচ্চ ভূমি।

ধ্যায়েদ্দেবীং বিশালাক্ষীং তপ্তজাম্বূনদপ্রভাং।
দ্বিভুজামম্বিকাং চণ্ডীং খড়্গাখর্পরধারিণীং ॥
নানালঙ্কারসুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাং।
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাং ॥
মুণ্ডমালাবতীং রম্যাং পীনোন্নতপয়োধরাং।
শিরোপরি মহাদেবীং জটামুকুটমণ্ডিতাং ॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং সাধকাভীষ্টদায়িকাং।
সর্ব্বসৌভাগ্যজননীং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ ॥

মন্দিরের বায়ুকোণে একটি পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে। প্রবাদ এই যে, সাধক কমলাকান্ত এইখানে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এখানকার লোকে বিশালাক্ষীতলাকে 'সিদ্ধপীঠ' বলে। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর নির্দ্দেশমত সাধকপ্রবরের পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর সমচতুষ্কোণ ৪ ফিট স্থানটি বাঁধাইয়া, তদুপরি একটি এক ফুট শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের উপর নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিয়া দিয়াছেন ;—

"সাধকপ্রবরস্যাস্যাপদপঙ্কজসেবিনঃ।
আসনং কমলাকান্তস্যাত্রৈবাসীদ্দ্বিজন্মনঃ ॥"

মন্দিরের বর্ত্তমান পুরোহিত অনেকগুলি। বর্ত্তমান কালে যাঁহারা পূজা করেন ও বর্দ্ধমানের মহারাজার ৺বিশালাক্ষী দেবীর উদ্দেশে দত্ত দেবত্র সম্পত্তি ভোগ করেন, তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল,—

১। শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী।
২। শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী।
৩। শ্রীমোক্ষপদ চক্রবর্ত্তী।

প্রবাদ এই, চক্রবর্ত্তীরাই ৺বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কর্ত্তৃক পুরোহিত নিযুক্ত হন। তৎপরে দৌহিত্র ও অন্যান্য উত্তরাধিকারসূত্রে অন্য বংশীয়েরাও দেবত্র সম্পত্তির অংশ পাইয়াছেন ও পূজাদি করিতেছেন।

৪। শ্রীকরালিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।
৫। শ্রীরামকালী চট্টোপাধ্যায়।
৬। শ্রীদোলগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়।
৭। শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়।
৮। শ্রীঅভয়পদ চট্টোপাধ্যায়।

৯। শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়।
১০। শ্রীজয়গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়।
১১। শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়।

সাধকচূড়ামণি কমলাকান্তের জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা কাল্‌না। তিনি প্রায় ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন। তাঁহার জন্মতারিখ জানা যায় নাই; তবে মহারাজাধিরাজ মহতাপচাঁদ বাহাদুরের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত 'কমলাকান্ত-পদাবলী' গ্রন্থ-দৃষ্টে দেখা যায় যে, ১২১৬বঙ্গাব্দে মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর সাধকপ্রবরকে অম্বিকা হইতে বর্দ্ধমাননগরে লইয়া আসেন; তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৪০এর অধিক। তিনি শৈশবে পিতৃহীন হন; তাঁহারা দুই সহোদর, তন্মধ্যে কমলাকান্ত জ্যেষ্ঠ। পিতার তাদৃশ ভূসম্পত্তি না থাকায় তাঁহার মাতা পুত্র দুইটিকে লইয়া চান্নার পিত্রালয়ে যান। কমলাকান্তের মাতুল ইঁহাদিগকে গবাদি ও কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন। কমলাকান্তের মাতুলের নাম নারায়ণ-চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কমলাকান্ত বিদ্যাশিক্ষার জন্য অম্বিকায় যজমানগৃহে অবস্থান করিতেন। তিনি সেথায় একটী টোলে ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন; কিন্তু লেখাপড়ায় বিশেষ মন না দিয়া অধিকাংশ সময়ে রাস্তায় গান গাহিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। এই সময়ে তাঁহার মাতুল, তাঁহার উপনয়নক্রিয়া সম্পাদন করেন। কথিত আছে, ইহার পরই তিনি বিলাস ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। পুত্রের এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া কমলা-কান্তের মাতা লাডুক্কার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। লাডুকা চান্না হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ দূরে, বর্দ্ধমানের অতি সন্নিকট। মাতার অনুরোধে কিছুদিন সংসারে বাস করিলেও তিনি সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থান করিতেন। এই সময়ে তিনি বর্দ্ধমানের উত্তরে চান্না হইতে ৪।৫ ক্রোশ দূরে গুক্কড়ে গ্রামে ৺রক্ষাকালী পূজা দেখিতে যান। সেথানে সাধক কেনারাম চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ইঁহার নিবাস অমরার গড়, বর্দ্ধমানজেলার মানকরের নিকটবর্ত্তী; অমরার গড় গ্রাম অতি প্রাচীন স্থান, পূর্ব্বে ইহা রাজা মহেন্দ্রের গড় ছিল, তাঁহার মহিষী অমরার নামানুসারে এই গড়ের নাম অমরার গড় হইয়াছে। এথানে সিদ্ধেশ্বরী কালীমূর্ত্তি আছেন। কেনারাম বাদ্যযন্ত্রে ও সঙ্গীতবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মনে হয়, ইঁহার নিকটই কমলাকান্ত গীতবাদ্যাদি শিক্ষা করেন।

চান্নায় যে সকল প্রবাদ আছে, তাহাতে মনে হয় যে, সাধকপ্রবর ৺বিশা-

লাক্ষী দেবীর মন্দিরস্থিত পঞ্চমুণ্ডী আসনে সিদ্ধিলাভ করেন। এই সময়ে ৺বিশালাক্ষীর মন্দিরে উৎসব হইত এবং অম্বিকা হইতে সাধকের জনৈক ধনাঢ্য শিষ্য চান্নায় আসিয়াছিলেন। চান্না হইতে অম্বিকা প্রায় ১২ ক্রোশ। ঐ শিষ্য সাধকের সাংসারিক অবস্থার সমস্ত সংবাদ লইয়া, তাঁহার সংসারের সমস্ত ভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মাতাকে অম্বিকায় লইয়া যান। কিছুদিন পরে জননী পীড়িতা হইয়া দেহত্যাগ করিলে তিনি আবার চান্নায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পর সাধক-পত্নী পীড়িতা হন ও তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে যে, তাঁহার স্ত্রী যখন চিতায় জ্বলিতেছিলেন, তখন কমলাকান্ত নিম্নলিখিত গানটি গাহিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

রাগিণী-জঙ্গলা। তাল—একতালা।

কালি! সব ঘুচালি লেঠা।

শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কি না রাখ্‌বি সেটা॥
তোমার যারে কৃপা হয় তার, সৃষ্টিছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপীন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণিকোঠা।
আপ্‌নি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌ল না তার সিদ্ধি ঘোঁটা॥
দুঃখে রাখ সুখে রাখ, কর্‌বো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ্‌ দিয়ে পরেছি আর, পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা॥
জগত জুড়ে নাম দিয়েছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥"

[বর্দ্ধমান রাজবাড়ী হইতে প্রকাশিত 'শ্যামা-সঙ্গীত', ১০৪ সংখ্যক পদ।]

ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায় ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। একটী প্রবাদ এই,—তিনি চান্না হইতে অমরার গড়ে যাইবার সময়ে ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গার পূর্ব্বপ্রান্তে আসিলে বিশে ডাকাত তাঁহাকে আক্রমণ করে ও পরে তাঁহার সুমধুর সঙ্গীত শুনিয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দস্যু ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিল। আমি চান্নায় গিয়া এ সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী শুনিয়াছি, তাহা এই—কমলাকান্ত সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য বিশালাক্ষীতলায় পঞ্চমুণ্ডী আসনে ধ্যানে বসিলে অপদেবতাগণ তাঁহাকে আসন হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। তৎপরে তিনি সেখানে পড়িয়া পড়িয়া গান গাহিতেছিলেন; সেই সময়ে ডাকাত-

দলের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহারা ভক্তিভাবে তাঁহাকে চান্নায় পৌঁছিয়া দেয়। সেই গানটি এই—

রাগিণী—জঙ্গলা—তাল একতাল'।

আর কিছু নাই শ্যামা মা তোমার কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, অতেব হৈলাম সাহস ভাঙ্গা।
জ্ঞাতি বন্ধু সুতদারা, সুখের সময় সবাই তারা,
কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই—ঘরবাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে যদি রাখ, করুণানয়নে দেখ,
নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া, সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা,
জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রইল টাঙ্গা।

[বর্দ্ধমান রাজবাড়ী হইতে প্রকাশিত 'শ্যামা-সঙ্গীত', ৮১ সংখ্যক পদ।]

গানটী ভাল করিয়া পড়িলে উপরোক্ত কিংবদন্তীর সহিত সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

কমলাকান্ত সিদ্ধিলাভ করিবার পর তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া তৎকালীন বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর তাঁহাকে সভাপণ্ডিতরূপে সাদরে গ্রহণ করেন এবং বর্দ্ধমানের পশ্চিমে বাঁকানদীর ধারে কোটালহাটে কালীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় তাঁহাকে বাস করান। এখানেও পঞ্চমুণ্ডী আসন আছে এবং পূর্ব্বে মহাসমারোহে এখানে কালীপূজা হইত। কোটালহাটের কালিবাড়ীর ফটো অন্যত্র দেওয়া হইল। যুবরাজ প্রতাপচাঁদও সাধক-প্রবরকে গুরুবৎ ভক্তি করিতেন।

কমলাকান্ত সম্বন্ধে অপর কয়েকটী কিংবদন্তী নিম্নে দেওয়া হইল—

১। তেজশ্চন্দ্র, কমলাকান্ত সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন কি না, পরীক্ষাচ্ছলে তাঁহাকে অমাবস্যার রাত্রে চন্দ্র দেখাইতে বলেন। কমলাকান্ত অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া গভীর রাত্রে রাজাকে আকাশের দিকে দেখিতে বলেন এবং রাজা আকাশে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান দেখেন। ইহাতে রাজা বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন ও কমলাকান্তের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি উৎপন্ন হয়।

২। কয়েক বৎসর পরে রাজা তেজশ্চন্দ্রের আবার পরীক্ষা করিবার কৌতূহল জন্মে। ইতিমধ্যে মদ খাওয়ার জন্য কমলাকান্তের বড় দুর্ণাম রটিয়া যায়। তাহা শুনিয়া রাজা একদিন স্বয়ং কোটালহাটের কালীবাড়ীতে কমলাকান্তের

অজ্ঞাতসারে যাইয়া উপস্থিত হয়েন এবং দেখেন যে, কমলাকান্ত অনুপস্থিত। অনেকক্ষণ পরে দেখেন, মদের একটী প্রকাণ্ড বোতল হাতে করিয়া কমলাকান্ত কালীবাড়ীর দিকে মাতালের ন্যায় টলিতে টলিতে আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজা তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের পূর্ব্বভক্তি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল এবং তিনি সরোষে কমলাকান্তকে জিজ্ঞাসা করেন, 'ঠাকুর, বোতলে উহা কি?' কমলাকান্ত বলেন, 'দুধ'। ইহা শুনিয়া রাজা আর থাকিতে না পারিয়া, কমলাকান্তের নিকট যাইয়া বোতলের মধ্যে কি আছে, দেখাইতে বলেন। কমলাকান্তও রাজার কথামত অন্য পাত্রে বোতলের মদটা সমস্ত ঢালিয়া দেখাইলেন। রাজা দুগ্ধ দেখিয়া অবাক্, কিন্তু রাজা হটিবার লোক ছিলেন না। বলিলেন, 'এ দুধে কি সর বা ঘৃত হয়?' কমলাকান্ত বলেন, অবশ্যই হয়। পরে সেই দুধের ঘৃত তৈয়ার করিয়া কমলাকান্ত মহারাজা তেজশ্চন্দ্রকে বলেন, আমি এই ঘৃত দিয়া হোম করিব, আপনি দাঁড়াইয়া দেখুন; মহারাজা দেখিতে লাগিলেন। পরে পূর্ণাহুতি দিবার সময় কমলাকান্ত রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ, এই পূর্ণাহুতি দিলাম এবং অদ্যাবধি আপনার রাজবংশে কোন বংশধর জন্মিবে না।" ভবিষ্যতে কমলাকান্তের বাক্য যে সত্য, তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

৩। শুনা যায়, কমলাকান্তের মৃত্যুকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর স্বয়ং তাঁহাকে দেখিতে আসেন এবং তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করিতে বিশেষ অনুনয় বিনয় করিলে সাধকপ্রবর নিম্নলিখিত পদটি গাহিয়া তাঁহাকে উত্তর দেন,—

কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি শরণ লব॥

অনন্তর কমলাকান্ত দেহত্যাগ করিলেন। আরও প্রবাদ এই যে, সাধকের তৃণশয্যা ভেদ করিয়া ভোগবতীর স্রোত সবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহা দেখিয়া মহারাজা ও তৎসঙ্গিগণ পরম চরিতার্থতা লাভ করিয়াছিলেন।

সাধক-রঞ্জন পুথির শেষপত্রে নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তি হইতে সাধকপ্রবরের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

অতঃপর কহি শুন আত্মনিবেদন।
ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ॥
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্দ্ধমান।
শ্রীপাট গোবিন্দমঠে গোপালের স্থান॥

প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তার পদরেণু যার মস্তকভূষণ॥
নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।
ভাষাপুঞ্জে বিরচিল সাধকরঞ্জন॥

ইহাতে দেখা যায়, তাঁহার মাতুল ও অভিভাবক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার উপনয়ন দিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি অম্বিকা (কাল্না)। তাঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলা। তাঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীপাট গোবিন্দমঠের প্রভুপাদ চন্দ্রশেখর গোস্বামী।

এখানে একটি মজার জিনিষ পাওয়া যাইতেছে। কমলাকান্ত কালীসিদ্ধ ছিলেন এবং তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্রাদি ভেদবিধি সম্বন্ধে 'সাধক-রঞ্জন' নামে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অথচ তিনি একজন বৈষ্ণব গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। আমরা কমলাকান্ত-পদাবলীতে দেখিতে পাই যে, তিনি অনেক কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক পদ* রচনা করিয়াছিলেন। আরও দেখি যে, চান্নাগ্রামে শাক্ত এবং বৈষ্ণব উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোক তখন বাস করিতেন। হয় ত দীক্ষাগুরুর আজ্ঞায় এবং স্থানীয় বৈষ্ণব মতাবলম্বী ব্যক্তির প্রীতির জন্য তিনি এই সব পদ রচনা করিয়াছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়, বিদ্যাপতি ও রামপ্রসাদও উভয় প্রকারের পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আরও দেখা যায় যে, মুসলমান পদকর্ত্তৃগণও রাধাকৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক বহু পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন' সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, 'সুললিত ভাষায়' মনোহর ছন্দে, অতি অল্পের মধ্যে তন্ত্রসাধনার গূঢ় তত্ত্ব সকল এত সহজে আর কেহ বুঝাইতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বলেন যে, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় 'সাধন' সম্বন্ধে এমন সুন্দর পুথি দেখেন নাই। পুথি সম্বন্ধে ইহার পর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

---

* বর্দ্ধমান রাজবাড়ী হইতে প্রকাশিত 'শ্যামা-সঙ্গীত', পৃঃ ১৩৭-১৩৭ দ্রষ্টব্য।

কাটালহাটের ৩ কালা-মন্দির

ওঁ নমো গণেশায়।

ভূমিকা

বাঙ্গালা ভাষায় যে ষট্‌চক্র সাধনের কোন গ্রন্থ আছে, ইহা সাধারণের বিদিত নাই। আর এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না যে, ষট্‌চক্রসাধন মানবজীবনের কোনরূপ উন্নতি করিতে পারে, সে বিষয়েও আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায় বিশেষ আস্থাযুক্ত নহেন। যাঁহারা ষট্‌চক্র সাধনের আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস না করেন, তাঁহারাও কিন্তু দেখিতে পাইবেন যে, এই সমস্ত চক্রের ধ্যান দ্বারা মানুষের মন কিরূপে অতি স্থূল তত্ত্ব হইতে অতীন্দ্রিয় পরম সূক্ষ্ম তত্ত্বে নীত হইতে পারে। ষট্‌চক্র সাধন সম্বন্ধে বিধান ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে। এ ভিন্ন বিধানের কারণ এই যে, সকল মানুষ সকল জিনিষ একই চক্ষে এবং একই ভাবে গ্রহণ করেন না। এই কারণেই আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন দেব দেবীর উপাসনা এবং উক্ত দেব দেবীরও ভিন্ন ভাবের উপাসনা প্রবর্ত্তিত আছে। যাহারা বলেন যে, হিন্দু-ধর্ম্মের ভিত্তি পৌত্তলিকতায় নিহিত, তাঁহারা এ কথা বিশেষ বিবেচনা না করিয়াই বলিয়া থাকেন। আমরা কেহই মূর্ত্তির পূজা করি না; এ কথা বলিলে অনেকে অবজ্ঞাসূচক বিস্ময় প্রকাশ করিবেন। ইহাতে তাঁহারা নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রের অজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন মাত্র। তবে এ জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কেন না, এখনকার শিক্ষা-প্রণালী-দ্বারা কোনরূপ শাস্ত্র-জ্ঞান হয় না। কোন শাস্ত্র-গ্রন্থ এখন পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে নাই; অধিকন্তু শাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিবার শিক্ষকেরও বিশেষ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পাইবার জন্য বালকগণ কিয়দংশ কাব্য পাঠ করিয়াই উহাতে কৃতকার্য্য হয়। মহিম্নস্তব, আনন্দলহরী, বিবেকচূড়ামণি প্রভৃতি পুস্তকের নাম পর্য্যন্ত অধিকাংশ বালকই জ্ঞাত নহে। কিন্তু ইংলণ্ডের কবি Wordsworth রচিত Ode to Immortality, Milton এর Paradise Lost, Butler এর Analogy প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত হয়। শেষোল্লিখিত পুস্তকগুলি বুঝিতে হইলে বাইবেলের কিয়দংশ জানা আবশ্যক হয়। ইহার ফল এই দাঁড়ায় যে, সুকুমারমতি বালকগণ আপনাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয় ও অর্দ্ধপক বিদেশীয় ভাব দ্বারা মোহে পতিত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেই আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের

লিখিত পুস্তক হইতে আপনাদিগের দর্শন শাস্ত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করে। ইহার ফলে তাহারা স্বধর্ম্মে অনাস্থাযুক্ত হয়, পারম্পর্য্যক্রমাগত আচারের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয় এবং সময়ে সময়ে ইহাও দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যতটা তীব্র ভাবে আমাদের ধর্ম্মের বিরোধী মত প্রকাশ না করেন, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাও করিয়া থাকেন। ভারতবন্ধু কোন ইংরাজ ইঁহাদিগকে ইংরাজের মানস পুত্র বলিয়াছেন, এটী আদৌ অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সম্বন্ধে একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কোন বন্ধু হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। তিনি উহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধচিত্তে এই লিখিয়া গিয়াছেন যে, লেখক গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত আর্য্যধর্ম্মকে পাশ্চাত্য খৃষ্টধর্ম্মের সমকক্ষ দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজি-শিক্ষিত হইয়াও স্বধর্ম্মে অণুমাত্র অনাস্থাযুক্ত হন নাই। পাশ্চাত্য বিদ্যায় তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে নিতান্ত বিরল। কিন্তু তিনি নিজের বিদ্যায়ও বিদ্বান্ ছিলেন। সেই জন্য পাশ্চাত্য বিদ্যা তাঁহাকে মোহগ্রস্ত করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত কাহাকেও অনুপ্রাণিত করে নাই। এমন কি, তাঁহার রচিত অমূল্য পুস্তকগুলির পাঠক-সংখ্যাও অতি বিরল। তবে অধুনা আমাদের সমাজে যে ভাবের স্রোত পরিবর্ত্তন হইবে, তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এ সময়ে এই গ্রন্থের প্রচার শুভ ফলপ্রদ হইবে আশা করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রচারের প্রথমাবস্থায় অনেকে বৈষ্ণব কবিগণের রচনাকে অশ্লীলতা-দোষে দুষ্ট ও অপাঠ্য মনে করিতেন। এখনও অনেকে পারিভাষিক শব্দের অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র শব্দার্থ দ্বারা হাস্যাস্পদ অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা এই পুস্তকের মূল পাঠ করিলে ঐরূপ দৃশ্যই দেখিবেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ষট্‌চক্রের উদ্দেশ্য মানবজীবনকে স্থূল তত্ত্ব হইতে সূক্ষ্মতত্ত্বের দিকে অগ্রসর করা। সাধক কমলাকান্ত প্রথমেই বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্ম সনাতন সাধনকারণ মন নিমগন কুরু রূপে।"

এই স্থলে "রূপ" শব্দের অর্থ কি ? তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত আছে,—

"পিণ্ডে যুক্তাঃ পদে যুক্তা রূপে যুক্তাঃ ষড়ানন।
রূপাতীতে তু যে যুক্তাস্তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ॥"

এখন দেখিতে হইবে যে, "রূপ" শব্দের অর্থ কি ? স্বচ্ছন্দতন্ত্রে নিম্নলিখিত বচন পাওয়া যায়,—

"পিণ্ডং কুণ্ডলিনীশক্তিঃ পদং হংসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
রূপং বিন্দুরিতি খ্যাতং রূপাতীতস্তু চিন্ময়ঃ॥"

আরও প্রসিদ্ধ সারদাতিলক তন্ত্রে নিম্নলিখিত শ্লোক পাওয়া যায়,—

"পিণ্ডং ভবেৎ কুণ্ডলিনী শিবাত্মা
পদং নু হংসঃ সকলান্তরাত্মা।
রূপং ভবেৎ বিন্দুরমন্দকান্তিঃ
অতীতরূপং শিবসামরস্যম্ ॥
পিণ্ডাদিযোগং শিবসামরস্যাৎ
সবীজযোগং প্রবদন্তি সন্তঃ।
শিবে লয়ং নিত্যগুণাভিযুক্তে
নির্বীজযোগং ফলনির্ব্যপেক্ষং ॥"

এক্ষণে ইহার দ্বারা জানিতে হইবে যে, অকার, উকার, মকারাত্মক পিণ্ডরূপ প্রণব, কুণ্ডলিনী তদ্রূপা এবং সেই হেতু তিনি শিবাত্মা এবং সকলের অন্তরাত্মারূপ হংস অর্থাৎ শ্বাসোচ্ছ্বাস তাঁহার স্থান এবং বিন্দুতে ইঁহাদিগের দ্যুতির বিকাশ (রূপ) হয়। শিবা ও শিবের সামরস্য বা মৈথুনানন্দ রূপাতীত (চিন্ময় ভাব)। এইখানে চারিটী অবস্থার কথা বর্ণিত হইল। কিন্তু এই অবস্থাচতুষ্টয়ও আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত। সকলেই যে ষট্চক্রসাধন করিতে পারিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। অতি অল্পসংখ্যক লোকই এই সাধনার অধিকারী এবং সদ্গুরুসাপেক্ষ। সদ্গুরুর উপদেশ বিনা এ সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। তবে ষট্চক্রতত্ত্বের ধ্যান শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই গুরু উপদেশ ব্যতীত সম্ভবপর হইতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন গুরু ষট্চক্রের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, সকল সাধক একই ভাবাপন্ন নহে। সাধকদিগের ভাব ও অধিকারভেদে ও কোথাও কোথাও বা সম্প্রদায়-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা আছে। কিন্তু মূলতঃ তাঁহারা এক। সাধকপ্রবর কমলাকান্ত এই কথা প্রকারান্তরে নিজেই বলিয়াছেন,—

"গুরু উপদেশে জ্ঞান প্রকাশ করিব।"

কৈবল্যকলিকাতন্ত্র অবলম্বন করিয়া পূর্ণানন্দ স্বামী ষট্চক্রনিরূপণ নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, আমরা তাহা সংক্ষেপে এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

পূর্ণানন্দ প্রথমেই বলিয়াছেন যে, তিনি তন্ত্রমত অবলম্বন করিয়া উক্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, ষট্‌চক্রের সম্যক্ জ্ঞান হইলে পরমানন্দ উপলব্ধি করা যায়। ষট্‌চক্রের বিষয় জানিতে হইলে প্রথমেই এই জানিতে হইবে যে, ত্রিগুণময়ী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা সুষুম্নানাড়ী মূল কন্দ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত লম্বমানা আছে। এবং মেরুদণ্ডের বহির্দ্দেশে ঈড়া ও পিঙ্গলানাম্নী দুই নাড়ী অবস্থিতা। সুষুম্নার অভ্যন্তরে মেঢ্রদেশ হইতে শির পর্য্যন্ত বিস্তৃতা যে দীপ্তিশালিনী নাড়ী আছে, তাহার নাম "বজ্রা" বা বজ্রিণী। এই বজ্রা নাড়ীর মধ্যে চিত্রিণী নামে এক নাড়ী আছে, উহা যোগিগণ যোগদ্বারা জানিতে পারেন এবং আজ্ঞাচক্রস্থ প্রণবের জ্যোতিতে সর্ব্বদা দীপ্তিশালিনী; তাহা ঊর্ণনাভসূত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম এবং শুদ্ধ-বোধস্বরূপা (জননী, আধার); যাবতীয় চক্র বা পথ এই নাড়ীতে গ্রথিত। এই নাড়ীর মধ্যে যে বিবর আছে, তাহার নাম ব্রহ্মনাড়ী, এই নাড়ী বা গতায়াতের পথ দ্বারা কুণ্ডলিনী স্বীয় পতির নিকট গমনাগমন করেন। এই ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যুন্মালার ন্যায় দ্যুতিশালিনী, সকলসুখদাত্রী এবং ব্রহ্মজ্ঞানদায়িনী। তাহার অধোবক্ত্র, সুষুম্না নাড়ীর গ্রন্থিস্থান বা মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

ষট্‌চক্রের উল্লিখিত সংক্ষেপ বিবরণে যে সমস্ত দেবতার উল্লেখ করা হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন আরও আমাদের বক্তব্য পরে বলিব। তবে একটা কথা প্রথমে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, মূলাধার পৃথিবীতত্ত্ব ও গন্ধতন্মাত্রের স্থান, অতএব এটী অতিস্থূল। তদুপরিস্থিত স্বাধিষ্ঠানচক্র জলতত্ত্ব ও রসতন্মাত্রের স্থান এবং অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। তদুপরি মণিপুরচক্র বহ্নিতত্ত্ব ও রূপতন্মাত্রের স্থান এবং তদুপরিস্থ অনাহত বায়ুতত্ত্ব এবং স্পর্শতন্মাত্রের স্থান এবং কণ্ঠদেশস্থিত বিশুদ্ধচক্র আকাশতত্ত্ব ও শব্দতন্মাত্রের স্থান। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই পাঁচটী চক্র বা পথ পঞ্চভূতাত্মক। এক্ষণে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্থূলের লয় সূক্ষ্মে হইয়া থাকে। সুতরাং পৃথিবীর লয় জলে, জলের লয় অগ্নিতে, অগ্নির লয় বায়ুতে এবং বায়ুর লয় আকাশে।

আধারচক্র

মূলাধারচক্র চতুর্দ্দল, রক্তবর্ণ, ব, শ, ষ, স, এই স্বর্ণাভ চারি বর্ণযুক্ত চারি দল। তাহার কর্ণিকায় চতুষ্কোণ ধরামণ্ডল। উহা পীতবর্ণ, অষ্টশূল-বেষ্টিত। ঐ ধরামণ্ডলের মধ্যাধোভাগে ধরাবীজ। উহা চতুর্ভুজ, ঐরাবতারূঢ়, পীতবর্ণ, বজ্রহস্ত। ধরাবীজের বিন্দুমধ্যে শিশুরূপ ব্রহ্মা। ইনি রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, দণ্ড, কমণ্ডলু, অক্ষসূত্র ও

অভয়হস্ত এবং চতুর্মুখ। তাহার কর্ণিকাতে রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা চক্রাধিষ্ঠাত্রী দেবী ডাকিনী শক্তি। ইনি রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা; শূল, খট্বাঙ্গ, খড়্গ ও চষকধারিণী। কর্ণিকামধ্যে বিদ্যুৎ আকার ত্রিকোণ। ঐ ত্রিকোণমধ্যে রক্তবর্ণ কামবায়ু ও কামবীজ। তাহার উপরি শ্যামবর্ণ স্বয়ম্ভূলিঙ্গ। তাহার ঊর্দ্ধে সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কুণ্ডলিনী শক্তি। তাহার ঊর্দ্ধে লিঙ্গাগ্রভাগে চিৎকলা। ইনি দণ্ডাকারে স্থিতা ॥ ১ ॥

স্বাধিষ্ঠান চক্র

স্বাধিষ্ঠানচক্র সিন্দুরবর্ণ ষড়্দল। ঐ ষড়্দলে তড়িদ্বর্ণ ও বিন্দুযুক্ত ব, ভ, ম, য, র, ল, এই ছয়টি বর্ণ আছে। উহার কর্ণিকায় মধ্যস্থলে অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত অষ্টদল পদ্মাকার শুক্লবর্ণ অম্ভোজমণ্ডল। তাহার মধ্যে বং এই বরুণবীজ। ঐ বীজ মকরাধিরূঢ় এবং পাশহস্ত। তাহার ক্রোড়ে গরুড়োপরিস্থিত বিষ্ণু। ইনি চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী, পীতাম্বর, বনমালা ও শ্রীবৎসকৌস্তুভধারী এবং যুবা। পদ্মকর্ণিকাতে রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা রাকিনী শক্তি। ইনি শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, শূল পদ্ম ডমরু ও খট্বাঙ্গধরা, কুটিলদংষ্ট্রা, ভয়ঙ্করী, শুক্র অন্ন ও রক্তধারাভিলাষিণী ॥ ২ ॥

মণিপূরচক্র

নাভিপদ্মের নাম মণিপূরচক্র। এই পদ্মের দশটি দল। এই দল সকল নীলবর্ণ ও সবিন্দু ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই দশবর্ণযুক্ত। তাহার কর্ণিকায় ত্রিকোণাকার। ত্রিকোণের বহির্ভাগে স্বস্তিকাযুক্ত রক্তবর্ণ বহ্নিমণ্ডল। তাহার মধ্যে রং এই বহ্নিবীজ। উহা রক্তবর্ণ, মেষাধিরূঢ়, চতুর্ভুজ, বজ্র শক্তি বর ও অভয়ধারী। তাহার ক্রোড়দেশে রুদ্র। ইনি বৃষারূঢ, রক্তবর্ণ, দ্বিভুজ, বরাভয়ধারী, ভস্মলেপন ও শুভ্র বস্ত্র দ্বারা শুক্লীকৃতদেহ ও বৃদ্ধ। পদ্মকর্ণিকায় রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা লাকিনী শক্তি। ইনি নীলবর্ণা, ত্রিবক্ত্রা, ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা, বজ্র-শক্তি অভয়-বর-ধারিণী, ঘোরদংষ্ট্রা, রক্তযুক্ত খেচরান্ন ও মাংসাভিলাষিণী ॥ ৩ ॥

অনাহতচক্র

হৃৎপদ্মের নাম অনাহতচক্র। এই পদ্ম বন্ধুকপুষ্পবর্ণ, সিন্দূরাভ, সবিন্দু ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ এই দ্বাদশবর্ণযুক্ত দ্বাদশ দল। তাহার কর্ণিকায় ষট্‌কোণ ধূম্রবর্ণ বায়ুমণ্ডল। তাহার উপরি সূর্য্যমণ্ডল। তন্মধ্যে বিদ্যুৎকোটিসদৃশ ত্রিকোণ। তাহার ঊর্দ্ধে বায়ুবীজ। উহা কৃষ্ণসারাধিরূঢ়, ধমধূম্রবর্ণ, চতুর্ভুজ,

অঙ্কুশহস্ত। তাহার ক্রোড়ে হংসাভ ঈশ্বর। ইনি দ্বিভুজ, বরাভয়হস্ত, ত্রিনয়ন। এই কর্ণিকায় রক্তপদ্মোপরি উপবিষ্টা কাকিনী শক্তি। ইনি পীতবর্ণা, চতুর্ভুজা, পাশ-কপাল-বরাভয়হস্তা, পীতবস্ত্রা, সর্ব্বালঙ্কারযুক্তা, সুধার্দ্রহৃদয়া, কঙ্কালমালা-ধারিণী। মধ্যত্রিকোণে বাণলিঙ্গ শিব। ইনি অর্দ্ধচন্দ্র বিন্দুরূপ মস্তক, স্বর্ণবর্ণ কামোদ্‌গমে উল্লসিত। তাঁহার অধোদেশে স্থিরতরদীপকলিকাকার হংসরূপী জীবাত্মা। এই কর্ণিকার অধোভাগে রক্তবর্ণ ঊর্দ্ধমুখ অষ্টদল পদ্ম। তথায় কল্পতরু রত্নবেদী চন্দ্রাতপ পতাকাদি দ্বারা অলঙ্কৃত মানসপূজাস্থান ॥ ৪ ॥

বিশুদ্ধ চক্র

কণ্ঠমূলে বিশুদ্ধ চক্রের স্থিতি। এই চক্র ধূম্রধূম্রবর্ণ, আরক্ত কেশর, রক্তবর্ণ সবিন্দু অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ অং অঃ এই ষোড়শ বর্ণযুক্ত ষোড়শ দল। কর্ণিকাতে বৃত্তরূপ শুক্লবর্ণ নভোমণ্ডল। তন্মধ্যে ত্রিকোণ। তাহাতে চন্দ্রমণ্ডল। তাহার উপরি হং এই নভোবীজ। উহা শুক্লবর্ণ, শুক্লবস্ত্রপরিধান, শুক্লগজাধিরূঢ়, চতুর্ভুজ, পাশ অঙ্কুশ বর অভয়ধারী। তাহার ক্রোড়দেশে বৃষো-পরিস্থিত মহাসিংহাসনে উপবিষ্ট সদাশিব। ইনি অর্দ্ধনারীশ্বর বিধায় ইঁহার অর্দ্ধাঙ্গ স্বর্ণবর্ণ এবং অর্দ্ধাঙ্গ শুক্লবর্ণ। ইনি পঞ্চবক্ত্র, ত্রিনয়ন, দশভুজ, শূল টঙ্ক খড়্‌গ বজ্র দহন নাগেন্দ্র ঘণ্টা অঙ্কুশ পাশ অঙ্কুশধারী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, ভস্মলিপ্ত-সর্ব্বাঙ্গ, নাগহার-শোভিত, অমৃতস্রাবী অধোমুখ, অর্দ্ধচন্দ্রশেখর। এই কর্ণিকায় চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে অস্থ্যপরিস্থিতা শাকিনী শক্তি। ইনি শুক্লবর্ণা, চতুর্ভুজা, পাশ অঙ্কুশ ধনুঃশরহস্তা, পীতবস্ত্রা, পঞ্চবক্ত্রা এবং ত্রিনয়না ॥ ৫ ॥

আজ্ঞাচক্র

ভ্রূদ্বয়মধ্যে আজ্ঞাচক্রের স্থিতি। এই চক্র শুক্লবর্ণ, কর্ব্বুরবর্ণ হ ল এই দুই বর্ণযুক্ত দ্বিদল। কর্ণিকাতে চক্রাধিষ্ঠাত্রী হাকিনী শক্তি। ইনি শুক্লবর্ণা, রক্তবর্ণ-ষড়্‌বক্ত্রা, ত্রিনয়না, ষড়্‌ভুজা, বর অভয় অক্ষমালা কপাল ডমরু ও পুস্তকধারিণী এবং শুক্ল পদ্মোপরি স্থিতা। তাঁহার ঊর্দ্ধে ত্রিকোণে ইতরলিঙ্গ। ইনি শুক্লবর্ণ, বিদ্যুদাকার। তদূর্দ্ধ ত্রিকোণে প্রণবাকৃতি অন্তরাত্মা। ইঁহার জ্যোতিঃ প্রদীপাকার। তাঁহার চতুর্দ্দিকে অন্তরীক্ষে জ্যোতির স্ফুলিঙ্গবিম্বদ্বারা বেষ্টিত। ইনি প্রজ্বলিত দীপসদৃশ নিজ তেজঃ দ্বারা মূলাধার অবধি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার ঊর্দ্ধে সূক্ষ্মরূপ মন। তাহার ঊর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডলে হংসক্রোড়ে শক্তিসহ পরমশিব ॥ ৬ ॥

সহস্রারচক্র

সুষুম্না নাড়ীর ঊর্দ্ধভাগে সহস্রদল পদ্ম। এই পদ্ম শুক্লবর্ণ, অধোমুখ, রক্ত-কিঞ্জল্কশোভিত শুক্লবর্ণ অকারাদি লকারান্ত পঞ্চাশ বর্ণদ্বারা বিংশতি আবর্ত্তনে সহস্র সংখ্যক বর্ণযুক্ত সহস্র দল। ইহার কর্ণিকাতে হংস, তৎপরে পরমশিবরূপ গুরু। তারপর সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল, তারপরে মহাবায়ু। তৎপর ব্রহ্মরন্ধ্র। তারপর মহাশঙ্খিনী চন্দ্রমণ্ডলে বিদ্যুদাকার ত্রিকোণ। তাহার মধ্যে মৃণালসূত্রের শত-ভাগের একভাগের সমান সূক্ষ্মা রক্তবর্ণা অধোমুখী চন্দ্রের ষোড়শী কলা। তাহার ক্রোড়ে কেশাগ্রের সহস্রভাগের একভাগের সমান সূক্ষ্মা রক্তবর্ণা অধোমুখী নির্ব্বাণকলা। তাহার অধোভাগে অব্যক্তনাদাত্মক নিবোধিকাখ্য বহ্নি। তাহার উপরি নির্ব্বাণকলার ক্রোড়ে শিবশক্ত্যাত্মক পরংবিন্দু। এই পরবিন্দুর কেশাগ্র-কোটিভাগেব একভাগরূপ সূক্ষ্মতেজোহংসরূপা নির্ব্বাণশক্তি। ঐ শক্তির হংস জীব। বিন্দুর মধ্যস্থ শূন্য ব্রহ্মপদ।

আগমকল্পদ্রুমপঞ্চশাখাদি মতে সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকামধ্যে চন্দ্রমণ্ডলে অকথাদিত্রিকোণ। তন্মধ্যে ত্রিকোণের সমীপে ত্রিবিন্দু। ঐ ত্রিবিন্দুর অধোবিন্দু হকার পুরুষাত্মক এবং ঊর্দ্ধবিন্দুদ্বয়রূপ বিসর্গ প্রকৃতিরূপ সকার। এই পুংপ্রকৃত্যা-ত্মক হংস ত্রিবিন্দুরূপে প্রকাশিত। তাহার মধ্যে অমা কলা, অমাকলার ক্রোড়ে নির্ব্বাণশক্তি, তাহার মধ্যে শূন্য পরব্রহ্ম॥ ৭॥

শ্রীঅটলবিহারী ঘোষ

কমলাকান্তের
সাধক-রঞ্জন

ষট্‌চক্র

সাধক-রঞ্জন

—:*:—

ওঁ পরদেবতায়ৈ নমঃ ॥

রে বিষয়ান্ধ বৃথা ভববন্ধ জটিত ঘটিত তমকূপে।
ব্রহ্ম সনাতন সাধনকারণ মন নিমগন কুরু রূপে[১] ॥
মন এ প্রকৃতি মরম নাহি জান।
শ্রীগুরুচরণ স্মরণ কুরু মানস তমস দূর বিধান ॥
পরমানন্দ অন্ধ পট অঞ্জন বন্ধু নিরঞ্জন দেবা।
ত্যজ মন ধন্ধ নিবন্ধ গুণাগুণ কুরু চরণাম্বুজ সেবা ॥
জ্ঞান পরমধন সতত সুগোপন প্রকট করিতে মন চায়।
কমলাকান্ত সরোজ সুগন্ধ কি বসনাবরণ লুকায় ॥

নিরাকার ব্রহ্মের আকার দেখ মায়া[২]।
প্রকৃতির তিন গুণ[৩] গুণে ধরে কায়া ॥
তে কারণে কামিনী করিয়া নিরঞ্জনে[৪]।
বর্ণিব বৃত্তান্ত কথা ব্রহ্মদরশনে ॥

১। রূপশব্দে কুণ্ডলিনী শক্তি বেষ্টিত বিন্দু বুঝিতে হইবে। স্বচ্ছন্দ-সংগ্রহে বলিয়াছেন—রূপং বিন্দুরিতি খ্যাতং রূপাতীতস্তু চিন্ময়ঃ।

২। এখানে সকল নিষ্কল অথবা মায়াসম্বলিত ও মায়াতীত ব্রহ্ম লক্ষিত হইয়াছেন।

৩। সত্ত্ব, রজঃ তমঃ। এই তিনের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি। সাম্যাবস্থার অভাবে বিকৃতি বা সৃষ্টির আরম্ভ। সাঙ্খ্যদর্শনে ইহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। পাঠকের ইহা সর্ব্বতোভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উচ্চ সাধক সাঙ্খ্য ও অদ্বৈত বেদান্ত একই জানেন।

৪। অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তি স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া। ব্রহ্মকে কুণ্ডলিনী-স্বরূপ জানিয়া।

অন্তর্যজন আর ভক্তির লক্ষণ।
বিস্তার করিব ছয় চক্র[১] বিবরণ॥
তার মধ্যে প্রকাশ করিব যোগতত্ত্ব।
সমাধি অজপা মন্ত্র[২] ব্রহ্মের মহত্ত্ব॥
বিষ[য়] বিষের কাঁটা পশ্চাৎ খুলিব।
গুরু উপদেশে[৩] জ্ঞান প্রকাশ করিব॥
কমলাকান্তের এই অভিলাষ।
ভাষাপুঞ্জে সাধকরঞ্জন পরকাশ॥

অথান্তর্যজনম্॥

রজনী প্রভাত উদয় গুণ সিন্ধু।
কমল প্রকাশ মুদিত শশিবন্ধু॥
ত্রিগুণ[না][৪] ত্রিবেণী[৫] তরঙ্গিণী ধায়।
কেলি করে কুলকামিনী[৬] তায়॥
বিহরই রঙ্গিণী সখীগণ সঙ্গে।
বিতরয় বারি পরাপর অঙ্গে॥

১। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা।

২। হংস মন্ত্র।

৩। গুরূপদেশ বিনা কেবল পুস্তক পাঠ দ্বারা সাধন কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। সাধক এখানে সেই কথাই বুঝাইতেছেন। ষট্‌চক্রভেদের অধিকার ও সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। শ্রীগুরু নিজ কৃপায় তাহার বিচার করিয়া ব্যবস্থা দেন। শাস্ত্রেও উক্ত আছে,—গুরূপদেশাৎ তদ্‌গম্যং নান্যথা শাস্ত্রকোটিভিঃ।

৪। ত্রিতয়গুণময়ী সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী। চিত্রিণী সত্ত্বগুণময়ী, বজ্রা রজোগুণময়ী ও সুষুম্না তমোগুণময়ী। কেহ কেহ ত্রিসূত্রময়ী—এই অর্থও করিয়া থাকেন। এতাদৃশী তরঙ্গিণী।

৫। ত্রিবেণী ভ্রূমধ্যস্থ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলনস্থান।

৬। কুলকুণ্ডলিনী মূলাধার হইতে পরম শিবের নিকট গমন কালীন এই তরঙ্গিণী অবলম্বন করিয়া গমন করেন। ইহাকে ব্রহ্মনাড়ী বলা যায়।

হেরি হেরি সুন্দরী চকিত নয়ান।
তড়িত সুচঞ্চল করি অনুমান॥
সমবয় সঙ্গিনী নব অনুরাগে।
কিসলয় পরশে কুসুমধনু জাগে॥
কেলি সমাপন গমন নিবাসা[১]।
কমলাকান্ত অপরিমিত আশা॥

গজপতিনিন্দিত গতি অবিলম্বে[২]।
কুঞ্চিত কেশ নিবেশ নিতম্বে॥
চারু চরণ গতি অভরণবৃন্দে।
নখরমুকুরকর হিমকর নিন্দে॥
উরসি সরসীরুহ বামা।
করিকর শিখর নিতম্বিনী রামা॥
মৃগপতি দূর শিখরমুখ চায়।
কটিতট ক্ষীণ সুচঞ্চল বায়॥
নাভি গভীর নীরজবিহার।
ঈষৎ বিকচ কমলকুচ ভার॥

১। অর্থাৎ পরম শিবের সহিত কেলি করিয়া মূলাধার চক্রে নিজের স্থানে যাইতে উন্মুখী হয়েন।

২। সাধক এখানে কুণ্ডলিনীধ্যান বলিতেছেন। কুণ্ডলিনীধ্যান অন্যরূপও দৃষ্ট হয়। যথা,—

(ক) ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিনীং।
শ্যামাং সূক্ষ্মাং সৃষ্টিরূপাং সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মিকাম্।
বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্তয়েদূর্দ্ধবাহিনীম্॥

(খ) ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীমিষ্টদেবস্বরূপিণীম্।
সদাষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্।
র্ণপূচন্দ্রপ্রভাং রক্তাং সদা চঞ্চললোচনাম্॥

বাহুলতা অলসে সখী অঙ্গে।
দোলিত দেহ সুনেহ তরঙ্গে॥
সুমধুর হাস প্রকাশই বালা।
বালাতপরুচি নয়ন বিশালা॥
সিন্দূরবর[ণ] দিনকর সম শোভা।
অম্বুজবদন মদনমনোলোভা॥
প্রদলিত অঞ্জন সিথি অতিদেশ[১]।
আধ কলেবর বাহু নিসেষ॥
চিরদিন অন্তর সতী পতি[২] পায়।
পরমোল্লাস লসিত বরকায়[৩]॥
রতনবেদি[৪]পর সুরতরুমূল।
মণিময় মন্দির তহি অনুকূল॥
সহচরী[৫] সঙ্গ প্রবেশই নারী।
কমলাকান্ত হেরি বলিহারি॥

কামিনী প্রবেশ কৈল কামান্তক[৬] বাসে।
কত শত সঙ্গিনী সাজিল চারি পাশে॥

১। সিথীর উভয় পার্শ্ব।

২। পতিস্থান বা পরম শিবস্থান পাইবার জন্য কামহর্ষোৎফুল্ল অবস্থা এখানে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—'পদে চ গমনং পত্যাবিমর্গনাশকামিনী। এখানে লয়ক্রম জানিতে হইবে।

৩। বরকায় অথবা বরাঙ্গ অর্থে যোনি। পাদুকা-পঞ্চক স্তোত্রে ইহাকে অবলালয় বলিয়াছেন। কুণ্ডলিনী এই স্থানে আসিয়া অকথাদি ত্রিকোণরূপ ধারণ করিলেন। ইহা অধোমুখ ও যোনিপদবাচ্য।

৪। রত্নবেদী অর্থাৎ দ্বাদশদলকমলস্থিত মণিপীঠমণ্ডল।

৫। আবরণদেবতা।

৬। রুদ্রস্থান।

কাঁখে কুম্ভ কিঙ্করী আইল কুতূহলে।
কর্পূরবাসিত জলে চরণ পাখালে॥
খেচরী খেচরগণ করে আয়োজন।
ক্ষীণ কটিতটে দিছে পাটের বসন॥
পঞ্চম পাসলি দিল সোনার নূপুর।
চরণ চালনে শব্দ শুনিতে মধুর॥
কটিতটে কিঙ্কণী করিল আরোপণ।
মাণিক অঙ্গুরি দিছে সোনার কঙ্কণ॥
বাহুমূলে বাজুবন্ধ জটিত রতনে।
ভুজলতা ভূষিত করিল অভরণে॥
মকর-কুণ্ডল দিল শ্রবণের তটে।
নাসায় বেসর শোভে সিন্দূর ললাটে॥
সিথির উপরে দিল মুকুতার হালি।
ভ্রূ-মাঝে পরাইল মাণিক টিকুলি॥
গলায় তুলিয়া দিল গজমতি হার।
এইরূপে অর্পিত করিল অলঙ্কার॥
চরণে চর্চ্চিয়া দিল চন্দনের ফুল।
চমকিয়ে উড়িয়ে পড়িছে অলিকুল॥
চাঁচর চিকুরে দিল মালতীর মালা।
চাতক চকোরে ধায় পাসরিয়ে জ্বালা॥
ছড়াছড়া কটিবেড়া রঙ্গনাগ সাজে।
ছোট ছোট মল্লিকা গাঁথিয়া দিল মাঝে॥
জাতি যূথী সেবতী যুবতীগণ আনে।
যেখানে যে ফুল সাজে দিছে সেইখানে॥
প্রফুল্ল পঙ্কজ [মালা] আজানুলম্বিত।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ঝঙ্কারে চারি ভিত॥
কামাদি কুসুম ছয় তুলে নিল হাতে।
ধর্ম্মা [ধর্ম্ম] দুট ফুল আরোপিল তাতে॥

আট ফুলে সঙ্গিনী বান্ধিয়ে দিছে থোপ।
পাএর ঘর্ষণে সে কামিনী করে লোপ[১] ॥
সুন্দরী সাজায় সভে দিয়ে উপহার।
যতনে জোগায় ভক্ষণের উপচার ॥
ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিল মরিচ গুড়িয়া।
শর্করা ছানিয়া দিল কটোরা পূরিয়া ॥
মুখ হেরি ঈষৎ হাসিয়ে কুলবধূ।
কাঞ্চন কটোরা পূরি জোগাইছে মধু ॥
খীর ছেনা পণস কদলী মর্ত্তমান।
দাড়িম্বের বীজ দিল রসের প্রধান ॥
জম্বুফল রসাল রাখিল সারি সারি।
বড় বড় জম্বীর কাটিয়া দিল ঝুরি ॥
ঘৃত সহ গোধুম পিসিয়া করে পূপ।
খানি খানি করে ভাজে মাঝে দিয়া সুপ ॥
স্বর্ণপাত্রে সাজি তার সঙ্গে দিল ভাজা।
মালভোগ মধুর ভুঞ্জিতে বড় মজা ॥
সরভাজা সন্দেশ সহজে বড় মিঠা।
মনোহরা সহিত সাজিল ক্ষীর-পিঠা ॥
ভাল ভাল ভাবের সন্দেশ দিল যত।
বিবরণ বিস্তার বর্ণিয়ে কব কত ॥
অন্নের সহিত দিল অনেক ব্যঞ্জন।
এক মুখে কেমনে করিব নিরূপণ ॥
সহচরী সকলে [ক] রিয়ে পরিপাটি।
অবশেষে পায়স পূরিয়ে দিল বাটি ॥

১। অর্থাৎ কামাদি ষড়্রিপুর সহিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সাধনার চরম অবস্থার লোপ পায়। যখন সাধক কামাদি হইতে মুক্ত হন, তখন তাঁহার পক্ষে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমান।

ভোজনের পর দিল ভক্ষণের জল।
আচমন করিয়া বসিলা সেই স্থল॥
শ্রম দূর কৈল শ্বেত চামরের বায়।
কত শত কুলবধূ তাম্বূল জোগায়॥
অবশেষে আছিল অনেক উপচার।
সঙ্গের সঙ্গিনীগণ করিল আহার॥
ভক্ষণের [পর] সভে একত্রে বসিল
এমন সময়ে বড় আহ্লাদ বাড়িল॥
মহা আনন্দিত হয়ে সবে করে গান।
ছয় রাগ ছত্তীস রাগিণী বর্ত্তমান।
কিন্নরী জিনিয়ে সব আরম্ভিল গীত।
একক্রমে ছয় ঋতু[১] হইল উপনীত।
অপান সহিত গ্রীষ্ম ঋতুর পয়ান।
ব্যান সহ বসন্ত আইল সেই স্থান॥
সমান মারুত সঙ্গে হেমন্ত প্রকাশ।
প্রাণ সহ সুতরাং শরৎ করে বাস॥
উদান করিয়া ভর শিশির সঞ্চরে।
শূন্যে থাকি বরিষা বরষে সুধাধারে।

১। ঋতু ও অপানাদি বায়ুর কথা সাধক পরে বলিয়াছেন।
শাস্ত্রোক্তি :—

হৃদি প্রাণঃ স্থিতো বায়ুরপানো গুদসংস্থিতঃ।
সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমাশ্রিতঃ॥
ব্যানঃ সর্ব্বগতো দেহে সর্ব্বগাত্রেষু সংস্থিতঃ।
নাগ ঊর্দ্ধগতো বায়ুঃ কূর্ম্মস্তীর্থাদিসংস্থিতঃ॥
কৃকরং ক্ষোভিতে চৈব দেবদত্তোঽপি জৃম্ভণে॥
ধনঞ্জয়ো নাদঘোষে নিবিশেচ্চৈব সাম্যতি॥

—জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্র। ১০—১২॥

কত শত যন্ত্র বাজে কহিতে না পারি[১] ।
মধুর মৃদঙ্গ আর রসাল খঞ্জরী ॥
সুতার মুচঙ্গ বাজে সেতার তম্বুর ।
তাল ধরে মন্দিরা শুনিতে সুমধুর ॥
জল পূরি সারি সারি রাখিলেক বাটি ।
সপ্তস্বরাতে কেহ আরোপিছে কাটি ॥
কড়া ধরি ঢোলক তবলে দিল টান ।
বেহালা বাজায় কেহ মোচাড়িয়ে কান ॥
রবাব পিনাক বীণা বংশীর গর্জ্জন ।
গান ছলে মোহিত করিল ত্রিভুবন ॥
অবশেষে মত্ত বেশে মাদল বাজায় ।
রঙ্গিণী ঢলিয়ে পড়ে সঙ্গিনী [র] গায় ॥
কমলাকান্তের কথা কামরিপু সাখি ।
নিরখিয়ে নির্ম্মল হইল দুটি আঁখি ॥

ইত্যান্তর্যজনম্ ॥

অথ ভক্তিলক্ষণম্ ॥

বাল্য ভাব ॥

কিয়ে ধনী পেখলু হেরি হেরি তনু
বেরি বেরি মন ধায় ।
ইহ তনু অবস দিবস রজনী
রমণী পুন আঁখি ভুলায় ॥

১। হংসোপনিষদে সাধনার অবস্থাবিশেষে দশবিধ ধ্বনির কথা উল্লিখিত আছে। উক্ত উপনিষদে ইহাও উক্ত হইয়াছে—"নবমং পরিত্যজ্য দশমমেবাভ্যসেৎ। কামকলাবিলাসে এই নবনাদসম্বন্ধে লিখিত আছে,—
'দ্বিবিধা হি মধ্যমা সা সূক্ষ্মা স্থূলাকৃতিঃ স্থিতা সূক্ষ্মা।
নবনাদময়ী স্থূলা নববর্ণাত্মা চ ভূতলিপ্যাখ্যা' ॥

মন এ সুন্দরী জঁদি কহে বাণী।
বচন পরামৃত মৃত তনু মঞ্জয়ে
এ তনু সফল করি মানি॥
দাস কলেবর আপহু কিঙ্কর
অনুচর নয়ন কী তারা।
মন ধন জীবন প্রাণ পরিজন
তঁহ বিনু সুন্দরী আরা॥
জাতি সরম কুল ভরম তেয়াগিব
দূর পরিহরি লাজ।
বরমিহ প্রাণ দান তবহুঁ পুন
সাধিব আপন কাজ॥
আপন অবস করব নব রঙ্গিণী
নিশ্চয় দৃঢ় করি আশা।
সেহ ধনী অন্তর সপন অগোচর
না বুঝি তাহার অভিলাষা॥
চঞ্চল সলিল মীন সম জীবন
রসময়ী সিন্ধু বিশেষ।
মম মনচকোর সুধাকর সুন্দরী
চাতক মন অভিদেশ॥
নিশি [দি]শি ভাবি ভাবি তনু তেজবই
ইহ পুন মোরে অভিলাষ।
আধ বিপল জদি উহ মুখে হেরই
কোটি জনম দুখ নাশ॥
কমলাকান্ত নিবেদই রে মন
রাখহ মোর বিধান।
সো কুরু জো অভিলাসই
সুন্দরী ভুলহি ভাবহু আন॥
ইতি বাল্যভাব॥

অথ মধ্যভাব ॥

কদম্ব কুসুম জনু সতত সিহরে তনু
যদবধি নিরখিলাম তারে।
জদি পাসরিতে চাই আপনা পাসরে জাই
এনা দুখ কহিব কাহারে ॥
সেই সে জীবন মোর রসিকের মনচোর
রমণী রসের শিরোমণি।
পরিহরি লোকলাজে রাখিব হৃদয়মাঝে
না ছাড়িব দিবসরজনী ॥
হেন অনুমানি তারে বান্ধি হৃদি কারাগারে
নয়ান প্রহরী দিয়ে রাখি।
কামিনী করিয়ে চুরি হৃদয় পঞ্জরে পূরি
অনিমিখে হেন রূপ দেখি ॥
শ্রবণেতে দেহ কর দিবানিশি নিরন্তর
সদা বাজে শমনের দামা।[১]
মানবজনমখানি সফল করিয়া মানি
তিলেক হেরিলে কুলরামা ॥[২]
বাণিজ্য বাসনা করি জলে পাতিলাম তরি
উ জলে অনেক ধন পাই।
হালি ছাড়া [তরি] তায় স্রোতমুখে ভেসে জায়
লাভেমূলে [স] কলি হারাই ॥

১। সাধক এখানে দেহের ক্ষণস্থায়িত্ব দেখাইয়াছেন। কর্ণদ্বয় বন্ধ করিলে চিতাগ্নির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়; অতএব কালক্ষেপ করা উচিত নয়। কুলার্ণবতন্ত্রের প্রথম উল্লাসে (২৬ শ্লোক) এই উপদেশ পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে; যথা—

ব্যাঘ্রীবাস্তে জরা চায়ুর্যাতি ভিন্নঘটাম্বুবৎ।
নিঘ্নন্তি রিপুবদ্রোগাস্তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ইত্যাদি।

২। কুলকুণ্ডলিনী।

তে কারণে ওরে মন সদা কর আয়োজন
সুখ দুখ ভাব কি কারণ।
কামিনী করিয়া বশী[১] জদি বাঁচি দিবানিশি
তথাপি সফল এ জীবন ॥
অখণ্ড মধ্যেতে বাসা সমুদ্র শুষিতে আশা
সর্পিস্ জারিতে চাহে শুন।[২]
পত্রের কুটির ঘরে করিণী প্রবেশ করে
কোথা গেলে পাব হেন গুণ ॥
এ বড় উত্তম রস যন্ত্রী কি যন্ত্রের বশ
অঙ্কুশ শাসিতে পারে করী।
তেমতি আমার কথা আকাশের ফুল গাঁথা
বিপিনে বাহিতে চাই তরি ॥
ক্ষুদ্র হয়ে অভিলাষী ধরিবারে পূর্ণশশী
শুনিলে জতেক লোক হাঁসে।
ভূমে শুয়ে নিদ্রা জাই আকাশ বান্ধিতে চাই
দেখি ভাল কিবা হয় শেষে ॥
জে জনা হরিলে কুল সেই সকলের মূল
তার লাগি এতনু তেজিব।
নৃত্য করি খেয়ে লাজ ঘোমটাতে কিবা কাজ
দুখ ভাবে[য] আর কি করিব ॥
রমণী রসের নিধি জদ্যপি মেলায় বিধি
কি করে কিঞ্চিৎ কায় দুখ।

১। অর্থাৎ যদি ব্রহ্মস্বরূপা কুণ্ডলিনী শক্তিকে সাধনা দ্বারা বশে আনিতে পারি। অন্যথা ষট্চক্রভেদ হইতে পারে না।

২। শুন অর্থাৎ কুকুর যেমন সর্পিঃ (ঘৃত) পরিপাক করিতে অসমর্থ। সাধক বলিতেছেন যে, তাঁহার পক্ষে এই সাধনাও সেইরূপ। এই শ্লোকটি অবধি ইহার পরবর্তী কয়েকটি শ্লোকে সাধক নিজের দীনতার পরিচয় দিতেছেন।

বাণিজ্যের জেবা সাজে জীবনেতে টাস বাজে
ঘরে এনে খেতে বড় সুখ ॥
জে জনা জাহারে ভাবে সে নাকি তাহারে পাবে
এ কথা শুনিছি লোকমুখে।
আমি তারে না ছাড়িব দেখি কত দিনে পাব
দিন জাবে দুখে আর সুখে ॥
কি রূপ দেখিয়ে তার দূরে গেল অ[হ]ঙ্কার
সমতুল মান অপমান।
জারে কুলভয় থাকে আপনা গুমান রাখে
পরবধূ[১] বিষের সমান ॥
শুনিয়ে পরে[র] কথা বিকিল আপন মাথা
কি খেনে পসিল দুটি আঁখি।
আগে না এমন জানি ঘরে পরে টানাটানি
দুকূল পাথার হেন দেখি ॥
দেখিয়ে তাহার ছবি ভূমিতে খসিল রবি
মদন পড়িয়ে গেল ফান্দে।
ভুলিল ভবের মন আমি তাহে কোন জন
তাহার লাগিয়ে প্রাণ কান্দে ॥
জে জনা এ পথে চলে সকলে অকুতি বলে
বনিতা না কহে প্রিয় বাণী।
দেখিয়ে তাহার মুখ দুখেতে ভাবিয়ে সুখ
বড় খুসি আপনা আপনি ॥
পরিহরি পরিবার কামিনী করিব সার
একে একে সব তেয়াগিব।
বিষয় ভরম গেছে গিয়েছে না জেতে আছে
তথাপি না তাহারে ছাড়িব ॥

১। শ্লেষালঙ্কার দ্বারা পরা শক্তির প্রতি লক্ষ্য ব্যক্ত হইয়াছে।

আমার চরিত্র দেখি সকলে[র] রাঙ্গা আঁখি
বাতুল বলিয়ে করে রোষ।
এ কথা বুঝাব কারে স্বভাবে সকল করে
নতুবা আমার কিবা দোষ॥
শুনি কামিনীর ভাষা যোগীন্দ্র করয়ে আশা
আমি কোন কীটের সমান।
জানি এ সকল মর্ম্ম তথাপি তেজিয়ে কর্ম্ম
কুল দিতে করিছি পয়ান॥
কিন্তু এ[ক] ভাব আছে শুনিছি লোকের কাছে
সকলে সমান তার প্রীত।
আমারে দেখিয়ে হীন জদ্যপি না বাসে ভিন
তবে তাহে মিলিব তুরিত॥
দেখ এক শশধর সকলে সমান কর
বন কিবা রতন-নিবাস।
জে জনা উত্তম হয় তার কেহ ভিন্ন নয়
হেন বুঝি পূরায়িবে আশ॥
আপনি আপন গুণে জদি চাহে মোর পানে
ঈষৎ নয়ানে একবার।
কমলাকান্তের ভাষা তবে সে পূরিবে আশা
দূরে [জাবে] মনের আন্ধার॥
ইতি মধ্যাবস্থা॥

১। সাধক এখানে কামিনী শব্দে বিশ্বকুণ্ডলিনীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইনিই পরা শক্তি ত্রিপুরাসুন্দরী। ভগবৎপাদ শঙ্করাচার্য্য আনন্দলহরীতে ইহারই উদ্দেশে বলিয়াছেন—

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপূরে হুতবহং
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমকোশমুপরি।
মনোঽপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং
সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি॥

অথোত্তমবস্থা ॥[১]

সে কামিনী কেমন কামরূপা[২] হেন
কি গুণে বান্ধিলে মোরে।
আমি জে দিকে নেহারি তিথে সে সুন্দরী
আসিয়ে উদয় করে ॥
চরাচর নীরে সকল শরীরে
জে দিকে পালটি আঁখি।
পতঙ্গ বিহঙ্গ অনলে সে অঙ্গ
আকাশে আতঙ্গ দেখি ॥
জাতি কুল তার বুঝিতে অপার
জেখানে সেখানে[৩] জায়।
না জানি কেমন খেপা মোর মন
তথাপি ডুবিল তায় ॥
খেনে অনুমানি না হেরিব ধনী
নয়ান মুদিয়ে থাকি।
কহিব কাহারে প্রবেশে অন্তরে
হিয়ার মাঝার দেখি ॥
জগতে জে গুণ সে সকল গুণ
আপন শরীরে হয়।
স্থানে স্থানে হেরি আপনা পাসরি
সকলি সুন্দরীময় ॥
ইতি উত্তমাবস্থা ॥

১। সাধক ভক্তির তিন অবস্থার বর্ণন করিয়াছেন—উত্তম অবস্থায় সংপ্রজ্ঞাত সমাধির চরমভাব দেখাইয়াছেন।

২। কুণ্ডলিনী শক্তির নামান্তর। পাঠক নিত্যাষোড়শিকার্ণব তন্ত্রে ৬ষ্ঠ পটল, ৪১ শ্লোকে দেখিবেন ; কামকলাবিলাস নামক তান্ত্রিক প্রকরণেও ইহার আভাস পাইবেন।

৩। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বব্যাপিনী।

অথ নাড়ী নির্ণয় ॥

মেরুদণ্ড[১] পাশে উজ্জ্বল প্রকাশে
রবি শশী[২] দুই জনা।
ইড়া বাম স্থানে পিঙ্গলা দক্ষিণে
মধ্যে নাড়ী সুষুমণা ॥
বামে ভাগীরথী মধ্যে সরস্বতী
দক্ষিণে যমুনা বয়।
মূলাধারে[৩] গিয়ে একত্র হইয়ে
ত্রিবেণী তাহারে কয় ॥
তাহার মধ্যেতে ধ্বজ মূল হৈতে
বজ্রাখ্যা[৪] শিরসাবধি।
বজ্রাখ্যা অন্তরে চিত্রিণী সঞ্চরে
মূলাধার তার বিধি ॥
কে পারে বুঝিতে তাহার অঙ্কেতে

১। মূলাবধি গ্রীবা পর্য্যন্ত ব্যাপক পৃষ্ঠাস্থি।
২। পিঙ্গলা ও ইড়া। এই দুই নাড়ীর তন্ত্রের বর্ণনা যথা ঃ—
(ক) বামগা যা ইড়া নাড়ী শুক্ল চন্দ্রস্বরূপিণী।
শক্তিরূপাহি সা দেবী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা ॥
দক্ষে তু পিঙ্গলা নাম পুরুষা সূর্য্যবিগ্রহা।
রৌদ্রাত্মিকা মহাদেবী দাড়িমীকেশরপ্রভা ॥
(খ) ইড়ায়াং যমুনা দেবী পিঙ্গলায়াং সরস্বতী।
সুষুম্নায়াং বসেদ্‌গঙ্গা তাসাং যোগো দ্বিধা ভবেৎ ॥
সঙ্গতা ধ্বজমূলে চ বিমুক্তা ভ্রূবিয়োগতঃ।
ত্রিবেণীযোগঃ সা প্রোক্তা তত্র স্নানং মহাফলম্ ॥

গ্রন্থোক্ত বর্ণনার সহিত উদ্ধৃত বচনের ভেদ লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহা মতভেদ মাত্র।

৩। পরে দ্রষ্টব্য।

৪। বজ্রানাম্নী নাড়ী। ইহার স্থিতি সুষুম্নার অভ্যন্তরে। বজ্রা মধ্যস্থিতা। চিত্রিণীমধ্যে ব্রহ্মনাড়ী। ঐ নাড়ীকে 'প্রণববিলসিতা', 'যোগিনাং যোগগম্যা,' 'লূতাতন্তূপমেয়া,' 'শুদ্ধবোধস্বরূপা,' 'আদিদেবান্তসংস্থা' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা কৈবল্যকলিকাতন্ত্রে বিশেষিত করা হইয়াছে।

চক্র ছয়[১] করে শোভা।

তাহার মাঝারে ব্রহ্মনাড়ী ধরে

কোটি দিনকর আভা॥

আমূল শিরসি বিহরে ষোড়শী[২]

পঞ্চাশ অক্ষর গাঁথা।

তাহার মাঝারে কামিনী বিহরে

একি অসম্ভব কথা॥

ইতি নাড়ীনির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ॥

অথ ষট্‌চক্রাদি নির্ণয়ঃ॥ তত্র প্রথমং মূলাধারো[৩] নির্ণীয়তে॥

মেরুদণ্ড মূলে আধার কমলে

চারি দল চারি ভিতে।

শোণিত আকার অধমুখ তার

বাদি বেদাক্ষর[৪] তাতে॥

১। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঃ—

চিত্রিণীশূন্যবিবরে সংজাতাম্ভোরুহাণি ষট্।

তৎপত্রেষু মহাদেবী ভুজঙ্গী বিহরন্তি চ॥

ভুজঙ্গী কুণ্ডলিনীর নামান্তর।

২। কুণ্ডলিনী। ইনি মূলাধার হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত চক্রসমূহে বিহার করেন। ইনি পঞ্চাশৎ অক্ষরময়ী, পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীভাবে ইঁহার সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ও স্থূলতরক্রমে অভিব্যক্তি হইলে শব্দের স্ফূর্ত্তি হয়।

৩। ষট্‌চক্রনিরূপণে আধারপদ্মের বর্ণনা এইরূপ আছে ঃ—

অথাধারপদ্মং সুষুম্নাস্যলগ্নং

ধ্বজাধো গুদোর্দ্ধং চতুঃশোণপত্রম্।

অধোবক্ত্রমুদ্যৎসুবর্ণাভবর্ণৈ-

র্বকারাদিসান্তৈর্যুতং বেদবর্ণৈঃ॥

৪। বকারাদি চতুরক্ষর অর্থাৎ ব, শ, ষ, স।

তাহে সমুদিত অপান মারুত
গ্রীষ্ম নামে এক ঋতু।
তাহার উপর চক্র মনোহর
পৃথিবী-বীজের[১] হেতু॥
অপূর্ব্ব গঠন চক্র চতুষ্কোণ
আবৃত ত্রিশূল বস্তু[২]।
তাহার মাঝারে লকার সঞ্চরে
অঙ্গে তার এক শিশু[৩]॥
নব দিবাকর কিরণ জাহার
সৃষ্টির কারণ তিনি।
শোভে চারি কর কমল শরীর
চারি মুখে বেদধ্বনি॥

১। পৃথিবী বীজ—লংকার। পৃথিবীতত্ত্ব এখানে আছে বলিয়া পৃথিবী বীজের হেতু।

২। মূলাধারে পৃথিবীমণ্ডল। উহা চতুষ্কোণ ও অষ্ট ত্রিশূল দ্বারা বেষ্টিত। এই অষ্ট ত্রিশূলকে কুলাচল বলা হয়। কুলাচল অর্থে কেহ বলেন, কামিনীর স্তনাগ্রভাগ। নির্ব্বাণতন্ত্রমতে এই অষ্টশূল সপ্তকুলাচল ও তাহাদের সমষ্টি। কুলাচলের নাম যথা,—

নীলাচলং মন্দরঞ্চ পর্ব্বতং চন্দ্রশেখরম্।
হিমালয়ং সুবেলঞ্চ মলয়ঞ্চ সুপর্ব্বতম্॥ ইতি।

৩। শিশু অর্থাৎ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা। ইনি লংকার বীজের বিন্দুমধ্যে অবস্থিত। শাস্ত্রে উক্ত আছে,—

মূলাধারে ধরাবীজং তদ্বিন্দৌ ব্রহ্মণঃ স্থিতিঃ। ইতি।

ব্রহ্মার ধ্যান যথা,—

চতুর্ব্বাহুভূষং গজেন্দ্রাধিরূঢ়ং তদঙ্কে নবীনার্কতুল্যপ্রকাশঃ।
শিশুঃ সৃষ্টিকারী লসদ্বেদবাহুর্মুখাম্ভোজলক্ষ্মীশ্চতুর্ভাগভেদঃ॥ ইতি
—ষট্‌চক্র নিরূপণ। ৬।

বামাঙ্গে প্রকৃতি[১] সমান আকৃতি
অতুলনা রূপ দোঁহে।
কোটি দিনমণি জিনিয়া রমণী
ত্রিভুবন মন মোহে॥
ত্রিপুরাক্ষ[২] নামা চক্র অনুপমা
তদুপরি করে শোভা।
কন্দর্প নামেতে মারুত তাহাতে
কোটি দিনকর আভা॥
এ সকল মাঝে স্বয়ম্ভু বিরাজে
অঙ্গে কুলকুণ্ডলিনী[৩]।
ব্রহ্মদ্বার মুখে সুধা পিয়ে সুখে
বদনে মধুর ধ্বনি॥
সে ধ্বনি ভাবিতে রমণী তাহাতে
আসিয়া উদয় করে।

১। ডাকিনী শক্তি। তথা—

'ডাকিনী রাকিনী চৈব লাকিনী কাকিনী তথা।
শাকিনী হাকিনী চৈব ক্রমাৎ ষট্‌পঙ্কজাধিপাঃ' ॥ ইতি।

২। এই ত্রিকোণকে শক্তিপীঠ বলে।

ত্রিকোণং তত্র বিজ্ঞেয়ং শক্তিপীঠং মনোহরম্‌। ইতি।
অত্রস্থ কন্দর্প বায়ু অপান বায়ুরই অংশ—
কন্দদেশে বসেৎ প্রাণো হ্যপানো গুদমণ্ডলে।
অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রাণোঽপানঞ্চ কর্ষতি॥
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ।
তথা চৈতৌ বিসংবাদে সংবাদে সন্ত্যজেদিমম্‌॥ ইতি।

৩। কুণ্ডলিনী শঙ্খাবর্ত্তের ন্যায় সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া আছেন। তাঁহার মুখ ব্রহ্মদ্বার অর্থাৎ স্বয়ম্ভূলিঙ্গছিদ্র আচ্ছাদন করিয়া আছেন এবং নিত্যানন্দ-পরম্পরা বিগলিত পীযূষধারা পান করিয়া ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায় অস্ফুট মধুর ধ্বনি করিতেছেন।

কামরূপা নারী মন করে চুরি
কেমনে পাসরি তারে ॥
নয়ানে নয়ানে কামিনীর সনে
কি খেনে হইল দেখা।
মনে অনুমানি ঘটিল রমণী
কপালে আছিল লেখা ॥

অথ স্বাধিষ্ঠানং[১] ॥

ধবজ মূলদেশে কমল প্রকাশে
স্বাধিষ্ঠান জারে কহে।
সিন্দূরের আভা অষ্টদল (?) শোভা
বাদি পুরন্দর তাহে ॥
বসন্ত মারুত ব্যান সমুদিত
বরুণমণ্ডল তথি।
বকার সবিন্দু জেন আধ বিন্দু
অঙ্গে ত্রিভুবন পতি ॥
অখিল পালন[২] পুরুষ রতন
কিরণ জিনিয়ে ভানু।

১। লিঙ্গের মূলদেশে মেরুদণ্ডমধ্যে ষড়্‌দল স্বাধিষ্ঠান পদ্মের স্থিতি। বকারাদি লকারান্ত ছয়টি বর্ণ ঐ পদ্মের ছয়টি দল। পুরন্দর অর্থে লকার। এখানে বরুণবীজ বংকার আছে। ঐ বীজের ক্রোড়ে অর্থাৎ বিন্দুর মধ্যে বিষ্ণু আছেন। তাঁহার শক্তি বা প্রকৃতি রাকিণী, যিনি নীলাম্বুজোদর মনোহরকান্তিশোভা দিব্যাম্বরাভরণভূষিতা ও মত্তচিত্তা, তিনিও এখানে আছেন। শাস্ত্রকার এই পদ্মের নামকরণ-সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন। যথা,—

স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানমতো বিদুঃ। ইতি।

২। অখিলপালন—বিষ্ণু।

করিকর জিনি বাহুর বলনি
নীল ইন্দ্রমণি তনু ॥
ভৃগুপদ হৃদি রসের জলধি[১]
চারি বাহু করে শোভা ।
বামভাগে রামা[২] দোহে অনুপমা
কোটি কাম জিনি আভা ॥
রূপ হেরি হেরি আপনা পাসরি
নয়ান রাখিল বান্ধা ।
কমল ভেদিয়ে কামিনী উঠিল
দেখিয়ে লাগিল ধান্ধা ॥
জাহার মাঝারে বায়ু না সঞ্চরে
চিকুর জিনিয়ে ছেদ[৩] ।
ভুবন-বিদিত নিগম এ পথ
কেমনে করিল ভেদ ॥

অথ মণিপূর-চক্রং[৪] ॥

নাভি-সরবরে শিখর-মাঝারে
জলদ জিনিয়া কায় ।
নবীন কমল শোভে দশ দল
ড ফ দশাক্ষর তায় ॥

১। বরুণমণ্ডল। ২। রাকিণী শক্তি।

৩। ছেদ—ছিদ্র। যে ছিদ্র কেশাগ্র অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, যাহার মধ্যে বায়ুসঞ্চারও অসম্ভব, তন্মধ্যে নিগমপথ দিয়া কিরূপে কমল ভেদ করিল, দেখিয়া নয়নে ধান্ধা লাগে।

৪। নাভিদেশে দশদল মণিপূরপদ্মের স্থিতি। ডকারাদি ফকারান্ত দশটি বর্ণ ঐ পদ্মের দশটি দল। ঐ পদ্মের কর্ণিকা-মধ্যস্থ ত্রিকোণাকার মধ্যে সূর্য্যসদৃশ-বর্ণ বহ্নিবীজ রংকার আছে। ঐ বীজের ক্রোড়ে অর্থাৎ বিন্দুমধ্যে জগৎসংহারকারী রুদ্র আছেন। তাঁহার শক্তি বা প্রকৃতি লাকিনী। যিনি নীলবর্ণা, ত্রিবক্ত্রা,

মণিপূর নামা তাহে অনুপামা
ত্রিকোণমণ্ডল সাজে।
জিনি দিনবধুঁ রকার সবিন্দু
শোভে বৈশ্বানর বীজে॥
সমান মারুত ঋতু সে হেমন্ত
তাহে [করে] পরকাশ।
সেখানে বুড়াটি[১] করিয়ে ভ্রুকুটি
জগৎ করএ নাশ॥
জটা ছটা ফণী শিরে সুরধুনী
বিভূতি ভূষণ জার।
তরুণ অরুণ জিনি ত্রিলোচন
হরে ত্রিভুবন ভার॥
বামভাগে রামা[২] চতুর্ভুজ শ্যামা
উপমা কি দিব তায়।
আসব-আবেশে কলেবর খসে
বিলসে মদন রায়॥
আহা মরি মরি এরূপ মাধুরী
নয়ান পহরী রাখি।
কমল কুহরে[৩] কামিনী বিহরে
এ কি অপরূপ দেখি॥

ত্রিনয়না, চতুর্ভুজা এবং যিনি চারি হাতে বজ্র, শক্তি, অভয় ও বর ধারণ করিয়াছেন ও যিনি ঘোরদংষ্ট্রা রক্তমাংসাভিলাষিণী। এই পদ্মের নাম মণিপুর। তাহার কারণ শাস্ত্রে এইরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে—তৎপদ্মং মণিবত্তিস্মং মণিপূরং তথোচ্যতে। ইতি।

১। রুদ্র। ২। লাকিনী। সাধক এখানে লাকিনীর ধ্যান দিয়াছেন। গ্রন্থান্তরে অন্যরূপ ধ্যান পাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩। অর্থাৎ মণিপূরপদ্মে। কুণ্ডলিনী সহস্রারাভিমুখে গমনকালে প্রতি পদ্মে তত্রস্থ দেবতার সহিত বিহার করিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ যথা—

জে দিকে নয়ানে নিরখি সেখানে
কামিনী এ বহুরূপা।
কাহারে কহিব দেখাতে নারিব
সহজে হইব খেপা॥

অথ অনাহত-চক্রং[১] ॥

দেখ বহ্নি-মাঝে[২] কমল বিরাজে
অনাহত অভিধান।
বাণ তিন ফল[৩] তাহে অনুকূল
ক ঠদল[৪] পরিমাণ॥
প্রভাত অরুণ জিনিয়া কিরণ
হেরিলে হরিষে মন।

ষট্‌চক্রস্থান্‌ শিবান্‌ ভিত্ত্বা দেবী গচ্ছতি নিষ্কলং।
চক্রাধিষ্ঠানতো রূপং ধৃত্বা তত্তন্মনোহরম্‌॥
মোহয়িত্বা মহেশানমানন্দাপ্লুতবিগ্রহং।
রময়িত্বা তত্র তত্রৈব যাবৎ প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্‌॥ ইতি।

১। এখানে শব্দব্রহ্মময় অনাহত শব্দ উপলব্ধি হয়। সেই জন্য ইহার নাম এইরূপ। তথা—

শব্দব্রহ্মময়ঃ শব্দোঽনাহতস্তত্র দৃশ্যতে।
অনাহতাখ্যং পদ্মং তন্মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্‌॥ ইতি।

২। বহ্নিমাঝে—ইহা বোধ হয়, 'হৃদি মাঝে' হওয়া উচিত। ইহাকে হৃৎপদ্ম, হৃদি-পঙ্কজ এই সব নামে অভিহিত করা হয়। যদি বহ্নি লিপিকর-প্রমাদ না হয়, তাহা হইলে ইহা দ্বারা অনাহত পদ্মের নিম্নে স্থিত নির্বাত দীপকলিকাকার জীবাত্মা বুঝিতে হইবে।

৩। ইহা বোধ হয়, 'বায়ুর মণ্ডল' হইবে। কারণ, অনাহত-পদ্মে বায়ুমণ্ডলের স্থিতি। ৪। ককারাদি ঠান্ত যা দশবর্ণ ইহার যা দশ দল।

প্রাণ মারুত সদত উদিত
তদুপরি ষট্ কোণ[১] ॥
পবন ভরণ জিনিয়ে নয়ন
সবিন্দু যকার তাহে।
ত্রিকোণ[২] প্রকৃতি তাহে পশুপতি
বাণলিঙ্গ জারে কহে ॥
মারুত মাঝারে পুরুষ[৩] বিহরে
বরাভয় করে দান।
বামে বরাঙ্গনা[৪] শোভে ত্রিনয়না
চপলা জিনিয়া মান ॥
নগনা[৫] বিহরে চারি বাহু ধরে
নৃকপাল করে পাশ।
তহি নিরমল রহিত অনিল
জ্যোতি [৬] করে পরকাশ ॥

১। এই ষট্‌কোণ বায়ুমণ্ডল। ইহা অধোমুখ এক ও উর্দ্ধমুখ এক, এই দুই ত্রিকোণের মিলনে হইয়া থাকে।

২। এই ত্রিকোণ শক্ত্যাত্মক, অতএব অধোমুখ। ইহার মধ্যস্থলে বাণলিঙ্গের স্থিতি। ৩। ঈশ্বর।

৪। অর্থাৎ কাকিনী শক্তি। ইহাঁর ধ্যানবিশেষে নিম্নলিখিত বর্ণনা পাওয়া যায়,—

কৃষ্ণাম্বরপরীধানাং নানাভরণভূষিতাম্।
ধ্যায়েৎ শশিমুখীং নিত্যাং কাকিনীং মন্ত্রসিদ্ধয়ে ॥

অন্যত্র এরূপও পাওয়া যায়,—

অত্রাস্তে খলু কাকিনী নবতড়িৎপীতা ত্রিনেত্রা শুভা
সর্বালঙ্করণান্বিতা হিতকরী সম্যগ্‌জনানাং মুদা।
হস্তৈঃ পাশকপালশোভনবরান্ সংবিভ্রতী চাভয়ং
মত্তা পূর্ণরসা রসার্দ্রহৃদয়া কঙ্কালমালাধরা ॥' ইতি

৫। ইষ্টদেবী। ৬। জীবাত্মা।

তহিপর বিধি কারণ-জলধি[1]
মাঝে মণিময় পীঠ।
সুরতরুবর তাহার উপর
হেরিলে হরিষে দিঠ॥
সেহ তরুমূলে রত্ন-বেদি[পরে]
চিন্তামণি নিবাসা।
অতি সুগঠন জটিত রতন
দিনকর পরকাশা॥
ভানুর মণ্ডল তহি অনুলকূ
সকল দেবের ধাম।
সুরাসুরগণ সেবিত ভবন
ত্রিভুবন অনুপাম॥
কহিব কাহারে ভবন দুয়ারে
বজ্র সমান কপাট।
কঠিন সে অতি কাহার শকতি
কেবা করে উৎপাট॥
অনেক জতন করিয়া ভজন
কপাট খুলিয়া দেখি।
তাহার মাঝারে কমিনী[2] বিহরে
অমনি ভুলিল আঁখি॥
আহা মরি মরি এ রূপ-মাধুরী
চরণ চান্দের ঘটা।
কেমন কামিনী কোটি দিনমণি
জিনিয়ে রূপের ছটা॥

১। এই স্থান হইতে কয়েকটি শ্লোকের দ্বারা সাধক ইষ্টদেবতার স্থান বর্ণনা করিয়াছেন।

২। এখানে সাধক তাঁহার ইষ্টদেবতার ধ্যান দিয়াছেন। প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন,—'তে কারণে কামিনী করিয়া নিরঞ্জনে'।

চাঁচর চিকুর শোভে উরুপর
তাহে মালতীর মাল।
কটিতট খিন ভূষিত ভূষণ
বসন মদন জাল॥
তনু বিরচন সব অভরণ
কেবা করে পরিমাণ।
মুখ হেরি হেরি কত সহচরী
পীযূষ করিছে দান॥
করিয়ে যতন রমণী রতন
জে দেখেছে একবার।
হেরিলে এ ধন থাকিতে জীবন
সে নাকি ভুলিবে আর॥
জেখানে হেরিব তহি নিরখিব
ইথে কি করিব আর।
কমলাকান্ত হেরি নিতান্ত
কামিনী হইল সার॥

অথ বিশুদ্ধচক্রং [১]॥

বিশুদ্ধ নামেতে চক্র বসে কণ্ঠদেশে।
ধূম্রবর্ণ ষোল দল তাহাতে প্রকাশে॥
অকারাদি[২] ষোড়শ অক্ষর করে স্থিতি।
ষোল দলে ষোল বর্ণ শোণিত আকৃতি॥

১। বিশুদ্ধিং তনুতে যস্মাজ্জীবস্য হংসলোকনাৎ।
বিশুদ্ধপদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহৎ পরম্॥

২। অকারাদি ষোড়শ স্বরবর্ণ বিশুদ্ধ চক্রের ১৬ দলে আছে। ঐ ষোড়শ বর্ণই ষোড়শ দল; উহাদের অভাবে দলেরও অভাব জানিতে হইবে।

তাহাতে শিশির ঋতু আকাশেতে স্থান।
উদান মারুত তাহে আছে বিদ্যমান॥
বর্ত্তুল মণ্ডল তাহে পূর্ণকলা শশী[১]।
তাহার নিকটে এক উত্তম সন্ন্যাসী[২]॥
দশ বাহু ত্রিলোচন পঞ্চ মুখ ধরে।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান সর্ব্বসিদ্ধি করে॥
আদিনাথ সুধার সমুদ্র মাঝে স্থিতি।
বামে চতুর্ভুজা পীতবর্ণা এক সতী[৩]॥

১। ষট্‌চক্রনিরূপণে এইরূপ আছে :--

বিশুদ্ধাখ্যং কণ্ঠে সরসিজমমলং ধূম্রধূম্রাভভাসং
স্বরৈঃ সর্ব্বৈঃ শোণৈর্দ্দলপরিলসিতৈর্দীপিতং দীপ্তবুদ্ধেঃ।
সমাস্তে পূর্ণেন্দুপ্রথিততমনভোমণ্ডলং বৃত্তরূপং
হিমচ্ছায়ানাগোপরি লসিততনোঃ শুক্লবর্ণাম্বরস্য॥

২। ইনি অর্দ্ধনারীশ্বররূপী সদাশিব। ষট্‌চক্রনিরূপণ গ্রন্থে ইঁহার ধ্যান এইরূপ ; যথা—

ভুজৈঃ পাশাভীত্যঙ্কুশবরলসিতৈঃ শোভিতাঙ্গস্য তস্য
মনোরঙ্কে নিত্যং নিবসতি গিরিজাভিন্নদেহো হিমাভঃ।
ত্রিনেত্রঃ পঞ্চাস্যো ললিতদশভুজো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরাঢ্যঃ
সদাপূর্ব্বো দেবঃ শিব ইতি চ সমাখ্যানসিদ্ধঃ প্রসিদ্ধঃ॥

৩। শাকিনী শক্তি। ইঁহার ধ্যান ষট্‌চক্রনিরূপণ গ্রন্থে এইরূপ। যথা—

সুধাসিন্ধোঃ শুদ্ধা নিবসতি কমলে শাকিনী পীতবস্ত্রা
শরং চাপং পাশং সৃণিমপি দধতী হস্তপদ্মৈশ্চতুর্ভিঃ।
সুধাংশোঃ সম্পূর্ণং শশপরিরহিতং মণ্ডলং কর্ণিকায়াং
মহামোক্ষদ্বারং শ্রিয়মভিমতশীলস্য শুদ্ধেন্দ্রিয়স্য॥

তন্ত্রান্তরে ইঁহার ধ্যান এইরূপ। যথা—

দেবীং জ্যোতিঃস্বরূপাং ত্রিনয়নবিলসৎপঞ্চবক্ত্রাং সুদংষ্ট্রীং
হস্তাম্ভোজেষু চাপং শূলমপি দধতীং পুস্তকং জ্ঞানমুদ্রাম্। ইতি।

ষট্‌চক্রনিরূপণ-টীকাকার নিম্নোক্ত ধ্যানাস্তব উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

মণ্ডলমধ্যেতে মহামোক্ষের দুয়ার।
বিচক্ষণ জেই জন মনে লাগে তার ॥
কামিনী কমল ভেদে কাহারে কহিব।
কেবল কথায় কার প্রত্যয় হইব ॥
অসম্ভব দেখিলে প্রত্যয় নাহি জায়।
কহিতে এ সব কথা কভু না জুয়ায় ॥
কেবা আছে দোসর[১] ঘুচায় মোর বাধা।
খেপার কথা খেপা বুঝে অন্যে লাগে ধান্দা ॥

অথ আজ্ঞাখ্যচক্রং[২] ॥

আজ্ঞা নামে চক্র এক ললাটে নিবাস।
দক্ষিণ বামেতে দুটি দলের প্রকাশ ॥
শশী সম কিরণ উত্তম সেই স্থান।
হকার ক্ষকার দুটি দলের প্রধান ॥
তাহাতে বর্ষা ঋতু সতত সঞ্চরে।
লিঙ্গ চিহ্ন[৩] মন তাহে সূক্ষ্মরূপ ধরে ॥

দেবীং জ্যোতিঃস্বরূপাং ত্রিনয়নলসিতাং পঞ্চবক্ত্রাভিরামাং
হস্তৈঃ পদ্মৈশ্চ পাশং শৃণিমপি দধতীং পুস্তকং জ্ঞানমুদ্রাম্।
ধ্যায়েৎ কণ্ঠস্থপদ্মে নিখিলপশুজনোন্মাদিনীমস্থিসংস্থাং
তৎস্থানে প্রীতিযুক্তাং মধুমদমুদিতাং শাকিনীং সাধকেন্দ্রঃ ॥ ইতি।

সাধক কমলাকান্তের কথিত মূল গ্রন্থের ধ্যান ও অত্র উদ্ধৃত তিনটি ধ্যান সুধী পাঠক সযত্নে তুলনা করিলে বিশেষ ভাব পাইবেন।

১। সাধকের এ কথা বলিবার কারণ যে, এই যোগমার্গে অভিজ্ঞ লোক অত্যন্ত বিরল। তাঁহার অন্যের সহিত এ বিষয় চর্চ্চা করিবার লোক ছিল না।

২। এই স্থানে গুরুর আজ্ঞা সংক্রমণ হয় বলিয়া ঈদৃশ নামকরণ হইয়াছে। তথা—আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র গুরোরাজ্ঞেতি কীর্ত্তিতম্।

৩। ইতরলিঙ্গ। ইনি শুক্লবর্ণ। ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে ইঁহার বর্ণনা এইরূপ, যথা—
তদন্তঃশ্বেতবং লিঙ্গং স্ফটিকাভং ত্রিলোচনম্। ইতি।

কমল মধ্যেতে এক প্রকৃতির[১] বাস।
ছয় মুখ রূপেতে তিমির করে নাশ॥
অপূর্ব্ব অক্ষর দুটি[২] চক্রেতে নিবাস।
গুরু উপদেশে তাহা করিব প্রকাশ॥
আর জত কহিলাম গুপ্ত সে কথন।
তাহার মধ্যেতে ব্যক্ত বটে এই ধন॥
সর্ব্ব ঘটে সতত সঞ্চরে এই ধর্ম্ম।
জত দেখ বিধান প্রধান এই কর্ম্ম॥
গুরু বিনা অজ্ঞান অস্থির জত লোক।
না জানে ইহার তত্ত্ব ভুঞ্জে নানা শোক॥
এই সে উত্তম জ্ঞান প্রকাশ করিব।
জগৎ ভাবিয়ে রস গাইবারে থোব॥
যত্নে কর নাসার শ্বাস নিরীক্ষণ।
সদাই মারুত করে গমনাগমন॥

আনন্দলহরীতে এইরূপ আছে। যথা—

তবাজ্ঞাচক্রস্থং তপনশশিকোটিদ্যুতিধরম্।
পরং শম্ভুং বন্দে পরিমিলিতপার্শ্বং পরচিতা॥

বিশ্বনাথ তদ্রচিত ষট্চক্রবিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ইতর শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ,—"ইং কালং তরতি ইতি ইতরম্"। আর বলিয়াছেন যে, এই ইতর লিঙ্গই পরশিবপদ।

১। হাকিনী শক্তি। ইঁহার ষট্চক্রনিরূপণোক্ত ধ্যান; যথা—

* * * হাকিনী সা শশিসমধবলা বক্ত্রষট্কং দধানা
বিদ্যাং মুদ্রাং কপালং ডমরুজপবটীং বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা। ইতি।

অন্যত্র নিম্নোদ্ধৃত ধ্যান পাওয়া যায়। যথা—

চক্রস্থাং শুক্লবর্ণাং ডমরুকরযুতামক্ষসূত্রং কপালং
বিদ্যাং মুদ্রাং দধানাং ত্রিনয়নবিলসদ্রক্তষড়্বক্ত্রযুক্তাম্।
হারিদ্রান্নে প্রসক্তাং মধুমদমুদিতাং শুক্লমজ্জং সুরূঢ়াং
দেবীং দেবেন্দ্ররত্নাকরমধুমুদিতাং ভাবয়েৎ হাকিনীং তাম্॥ ইতি।

২। অর্থাৎ 'হ' 'ও' 'ক্ষ'।

নির্গত হইলে বায়ু হকার সঞ্চরে।[১]
সকার শবদে পুন প্রবেশে অন্তরে ॥
অই দুটি অক্ষর[২] বেদের আদি মূল।
হংস মন্ত্র জপে জীব হইয়ে ব্যাকুল ॥
জপে বটে সর্ব্বদা জ্ঞানের নাহি লেশ।
ইহার কারণ দেহী পায় নানা ক্লেশ ॥
গুরু উপদেশে ইহার বিশেষ জানিব।[৩]
অল্পে অল্পে সেই বায়ু স্তম্ভিত করিব ॥
স্তম্ভিত করিলে বায়ু মন হবে স্থির।[৪]
জরা মৃত্যু জঞ্জাল তেজিবে সে শরীর ॥
এ কর্ম্ম করিলে হয় মনের দমন।
অনায়াসে অন্তরে হেরিব নিরঞ্জন ॥
এই সব তত্ত্বকথা কহিতে কহিতে।
অকস্মাৎ কামিনী উদয় করে তাতে ॥
কেবা জানে কারণ কেমন সেই মায়া।
পরাক্রম করি উঠে কমল ভেদিয়া ॥
কামযুক্তা কামিনী তিলের নাহি ক্ষমা।
একে একে ছয় চক্র ভেদ কৈল রামা ॥
নিশ্চয় জানিল এই ব্রহ্মের দুয়ার।
পুনর্ব্বার উঠিল ছাড়িয়া হুহুঙ্কার ॥

১। অন্যত্র প্রমাণ,—"হংকারেণ বহির্যাতি সঃকারেণ বিশেৎ পুনঃ"।

২। অর্থাৎ হকার ও সকার। অত্র কথিত রহস্য প্রপঞ্চসার তন্ত্রে শ্রীমদ্-ভগবৎপাদাচার্য্য বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

৩। গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং নতু শাস্ত্রার্থকোটিভিঃ। ইতি।

৪। ইহার প্রমাণ যথা—

চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।
যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥ হঠযোগ-প্রদীপিকা।

অথ ব্রহ্মরন্ধ্রনিরূপণম্ ।

তাহার উপরে এক কমলের[১] কথা ।
শূন্যদেশে শঙ্খিনী[২] তাহাতে আছে গাঁথা ॥
কমল সহস্র দল[৩] অধোমুখ জার ।
পঞ্চাশৎ অক্ষরে দলের ব্যবহার ॥
কমল দ্বাদশ দল[৪] তাহার অন্তর ।
ঊর্দ্ধমুখে উদয় প্রকাশে মনোহর ॥
নব দিবাকর জিনি কমলের আভা ।
সুধা-সরোবর মাঝে কর্ণিকার শোভা ॥
তাহার মধ্যেতে এক চক্র অনুপাম ।
অকথ জাহার নাম হলক্ষের ধাম ॥
হল[৫] মণ্ডলক্ষ মাঝে হংসের কারণ ।
জ্যোতির্ম্ময় জীবের জীবন জেই জন ॥

---

১ ও ৩। সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম ।

২। এই নাড়ী গান্ধারী এবং সরস্বতী নাড়ীর মধ্যবর্ত্তিনী। কন্দমূল হইতে উদ্ভূত হইয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত যাইয়া একাগ্র দ্বারা বাম কর্ণরন্ধ্রে মিলিত হইয়াছে ও অপরাগ্র ব্রহ্মরন্ধ্রে মিশিয়াছে। সহস্রদল পদ্ম এই শঙ্খিনী নাড়ীর নিম্নদেশে অবস্থিত। কঙ্কালমালিনী তন্ত্রোক্ত নিম্নোদ্ধৃত বচন দ্রষ্টব্য। যথা—

তৎকর্ণিকায়াং দেবেশি অন্তরাত্মা ততো গুরুঃ ।
সূর্য্যস্য মণ্ডলঞ্চৈব চন্দ্রমণ্ডলমেবচ ॥
ততো বায়ুর্মহানামা ব্রহ্মরন্ধ্রং ততঃ স্মৃতং ।
তস্মিন্ রন্ধ্রে বিসর্গঞ্চ নিত্যানন্দং নিরঞ্জনম ।
তদূর্দ্ধে শঙ্খিনী দেবী সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ইতি ।

৪। এই দ্বাদশদল পদ্ম সহস্রারের নিম্নস্থ ও উহার সহিত নিত্য লগ্ন ও শুভ্র-বর্ণ। ইহার বিশেষ বর্ণনা পাদুকাপঞ্চকস্তোত্রে পাওয়া যায়।

৫। অকথ-নামক ত্রিকোণ। ইহা কুণ্ডলীর রূপান্তর। এই ত্রিকোণের মধ্যে নাদ, বিন্দু ও মণিপীঠ। ঐ মণিপীঠের বহ্নি, ইন্দু ও অর্করেখা-নির্ম্মিত ত্রিকোণমধ্যে বিন্দু ও বিসর্গ। এই বিন্দু ও বিসর্গই হংস এই হংসের উপর

নিরাকার সাকার কে জানে তার কথা।
নির্গুণ সগুণ কিবা পুরুষ বনিতা॥
পর্ব্বতে[র] ন্যায় জ্যোতি জ্বলে দিবারাতি।
কেবল আনন্দময় কে জানে আকৃতি॥
নিরঞ্জন নিরাকার সভে কয় তারে।
কিন্তু জেরূপ জেখানে ভাবে সেই রূপ ধরে॥
একক প্রধান সেই কভু হয় দুটি।
কখন অনেক হয় বাড়ায় ভ্রূকুটি॥
স্থূল সূক্ষ্মরূপ ধরে সর্ব্বঘটে রয়।
ভেদাভেদ জ্ঞান তার কখন না হয়॥
শুদ্ধ কিবা অশুদ্ধ তাহাতে নহে আন।
সর্ব্বময় সকল শরীরে বিদ্যমান॥
মায়াপাশে বদ্ধ [হৈ] হয়া জীব নাম ধরে।
আপনার ভেদাভেদ আপনি সে করে॥
পাশবদ্ধ [হৈ] হয়া [সে] কর্ম্মের শোধে ঋণ।
কারে বাসে আপন কাহারে বাসে ভিন॥
বিষয় জঞ্জাল জ্বালা বাড়ায় আপনি।
স্ত্রী পুত্র ধন বলে করে টানাটানি॥
মিছামিছি পাপের পসরা লয় শিরে।
সভে মাত্র জাতাআত সংযমনী পুরে[১]॥
এইরূপে কত দিন করে আকিঞ্চন।
পুনর্ব্বার আপন আশ্রয়ে জাতো মন॥

গুরুচরণদ্বন্দ্ব। এই স্থানের বর্ণনা সাধক কমলাকান্ত অতি উত্তমরূপেই করিয়াছেন। তিনি এখানে যাহা লিখিয়াছেন, সমস্তই শাস্ত্র-প্রমাণ-সম্মত। আর তিনিও উপলব্ধি করিয়াই লিখিয়াছেন, স্বীকার করিতে হইবে।

১। মাতৃজঠরে।

মায়া খণ্ডিবারে করে অনেক উপায় ।
ভক্তরূপে আপনি আপন গুণ গায় ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মপাশ আপনি সংহারে ।
আপনি প্রবেশে গিয়ে আ[পি]ন শরীরে ॥
সৃষ্টির আরম্ভকালে এই ব্যবহার ।
ইচ্ছা আর জ্ঞানরূপা ক্রিয়াশক্তি তার[১] ॥
সত্ত্ব রজ তমোগুণে হয় তিন জন ।
চতুর্দ্দশ ভুবনের পরম কারণ ॥
ব্রহ্মা হয়ে সৃজিয়ে পালন কালে হরি ।
সংহার কারণ তম আপনি ত্রিপুরারি ॥
এইরূপে সৃষ্টি করে পালন প্রলয় ।
চরাচর জগৎ দেখ সেই সর্ব্বময় ॥
নিশ্চয় জানিয় এই ব্রহ্মের আচাব ।
ইহাতে জে কহে তারে কোটি নমস্কার ॥
কভু গৃহাশ্রম করে কভু হয় যোগী ।
আপনার গুণেতে আপনি অনুরাগী ॥
সেবক হইয়ে করে সাধন বিশেষ[২] ।
গুরু হয়ে প্রকাশে জ্ঞানের উপদেশ[৩] ॥

১। স্রষ্টার ইচ্ছাদি তিন শক্তি সৃষ্টিতে সত্ত্বাদি তিন গুণে প্রকটিত হয়। ব্রহ্মাদি তিন দেবতা ঐ তিন গুণের স্থূল ভাব মাত্র ।

২। এখানে সেবা ও সেবকের অভেদত্ব বলিতেছেন। গীতাতে ও মহা-নির্ব্বাণতন্ত্রে এই ভাব আছে। যথা:—

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥

৩। স্বচ্ছন্দতন্ত্র :—

গুরুশিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়মেব মহেশ্বরঃ ।
প্রশ্নোত্তরপদৈর্বাক্যৈস্তন্ত্রং সমবতারয়েৎ ॥ ইতি ॥

নিশ্চয় জানিয় এই ব্রহ্মনিরূপণ ।
জ্যোতির্ম্ময় পরম কারণ সেই জন[১] ॥
জ্যোতিঃশিখা মধ্যে বিন্দু সহ অর্দ্ধ শশী ।
সর্ব্ব আচ্ছাদন তাহে নির্ব্বাণ ষোড়শী[২] ॥
নির্ব্বাণ শক্তির মাঝে অমৃতের পথ ।
যোগীন্দ্র জনার করে পূর্ণ মনোরথ ॥
সহস্রার পদ্মমাঝে পূর্ণ শশধর ।
সুধা বৃষ্টি করে সদা জ্যোতির উপর ॥
নিরাকার নির্গুণ হইয়ে গুণবান্[৩] ।
সদানন্দ সদা মকরন্দ করে পান ॥
ব্রহ্মনিরূপণ কথা অদ্ভুত কাহিনী ।
হেনকালে সিংহনাদ করে সেই কালী ॥
কামিনী রূপের ছটা তিমির বিনাশ ।
কমলাকান্তের মনে পরম উল্লাস ॥

ইতি ব্রহ্মনিরূপণং সমাপ্তম্ ॥

১। ইঁহাকেই—"শিবপদমমলং শাশ্বতং যোগিগম্যং সকলসুখময়ং শুদ্ধবোধ-স্বরূপং" প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয়। ইনি একই পদার্থ, তবে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় ইঁহার ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকেন।

২। চন্দ্রের ষোড়শী কলার নাম অমা কলা। নির্ব্বাণকলা ইহার অন্তর্গত এবং নির্ব্বাণ বা সপ্তদশী কলার মধ্যদেশে নির্ব্বাণশক্তি আছেন ; এবং তাঁহারই মধ্যান্তরালে শিবস্থান, নির্ব্বাণশক্তি অবিরত প্রেমধারা বা সুধাধারা বিসর্জ্জন করিতেছেন। ইনি জীবমাত্রের যোনিরূপিণী ও মুনিদিগের মনে তত্ত্বজ্ঞানের কারণভূতা। ইঁহাকে কেহ কেহ নিবোধিকা শক্তিও বলে।

৩। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে এখানে বিস্তারিতভাবে কিছু না লিখিয়া আর্থার এবেলেন প্রকাশিত ষট্‌চক্রনিরূপণের ৩৯—৪৯ সংখ্যক শ্লোকে ও উক্ত গ্রন্থকার-লিখিত The Serpent Power নামক গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

অথ সমাধি নির্ণয়[১]।

চঞ্চল চপলা জিনিয়ে প্রবলা অবলা মৃদু মধু হাসে।
সুমনি উন্মনি[২] লইয়ে সঙ্গিনী ধাইল ব্রহ্মনিবাসে ॥
উন্মত বেশা বিগলিত কেশা মণিময় অভরণ সাজে।
তিমির বিনাশি বেগে ধায় রূপসী ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজে ॥
জাতি কুল নাশিয়ে উপনীত আসিয়ে অমৃত সরোবর তীরে।
প্রেমভরে রমণী সিহরে পুলকে তনু মন্দ সমীরে ॥
হুঁকার ছাড়িয়ে আকাশে চড়িয়ে ব্রহ্মদ্বার বিদারে[৩]।
আতুর মদনে বিধুবর বদনে পঞ্চম রাগ উগারে ॥
বিষবর ভেদিয়ে রসিকের দেখিয়ে ভাসল প্রেম প্রমোদে।
শত কোটি দামিনী জিনিয়ে কামিনী স্মরহর সহিত বিনোদে ॥
আদি বনিতা রতি বিপরীতা সুখময় সদন নিবাসে।
দিশময় বসনে বিধুরস অশনে * * * ॥
কেলি সমাপন কামিনীর আগমন হরপুর আদি সরোজে।
কুলপথ ভেদিয়ে মূলাধারে আসিয়ে পুনরপি রমণী বিরাজে[৪] ॥
বদন প্রকাশে শশধর বরিষে বিলসই পুরহর অঙ্গে।
কমলাকান্ত হেরি মুখমণ্ডল ভাসই প্রেমতরঙ্গে ॥ * ॥

১। কুলার্ণবতন্ত্রে সমাধির ব্যাখ্যা। যথা:—

যদত্র নাত্র নির্ভাসঃ স্তিমিতোদধিবৎ স্থিতম্।
স্বরূপশূন্যং যদ্ধ্যানং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ইতি ॥

২। সমনী ও উন্মনী—ইহাদিগকে স্থূল ভাষায় বুঝাইতে হইলে এই বলিতে হইবে যে, উহারা লয়ক্রমের অতি উচ্চতর ভূমিকা। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "উন্মন্যান্তে পরশিবঃ" এই ভূমিকাতে মনের মনস্ত্ব থাকে না অর্থাৎ এই অবস্থাতে 'অহং' জ্ঞানের লোপ হয়। ইহার অব্যবহিত নিম্নের ভূমিকাকে সমনা বা সমনী বলে। স্বচ্ছন্দসংগ্রহতন্ত্রে, কুলার্ণবতন্ত্রে এই দুই শক্তির বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। আর্থার এবেলনের রচিত গ্রন্থেও ইহার কতক আভাস পাওয়া যায়।

৩। কূর্চ্চবীজ হুঙ্কারের সাহায্যে কুণ্ডলিনীকে জাগরিতা করা হয়।

৪। ভগবৎপাদাচার্য্যকৃত সৌন্দর্য্যলহরী গ্রন্থের ৯ ও ১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পুন রামা চিন্তামণিপুরে করে বাস।
চিন্তিলে চৈতন্য পাই অচৈতন্য হ্রাস ॥
নিত্য ধাম সেই স্থান নাম চিন্তামণি।
সুন্দরী প্রকাশ তাহে দিবস রজনী ॥
কামিনী করিয়ে বর্ণিলাম কথা।
নির্ব্বাণকারণ তিনি বাঞ্ছাসিদ্ধিদাতা ॥
গাণপত্য সৌর কিবা বিষ্ণুপরায়ণ।
শৈব শাক্ত সকলের সেই মহাধন ॥
কখন প্রকৃতি কভু পুরুষ প্রধান।
ভাবসিদ্ধি সকলের ইথে নাহি আন ॥
নিরাকার সাকার আছয়ে সর্ব্ব ঠাই।
ইক্ষুদণ্ড দন্তে চিবাইলে রস পাই ॥
দুগ্ধের সহিত জেন ঘৃতের বসতি।
কাষ্ঠের অন্তরে জেন অনলের স্থিতি ॥
লৌহযোগে পাষাণে নির্গত হয় কণা।
এইরূপে সর্ব্বঘটে তাহার ঘটনা ॥
আধার বলিয়ে জদি ঘটে ভাব তিনি।
ব্রহ্মজ্ঞানের মতে কন্দুলের চিনি ॥
ঘট বস্তু গঠনের মর্ম্ম কথা এই।
জল স্থল অনল অনিল শূন্য সেই ॥
* রে বটে তার তেজ গুপ্ত কভু নয়।
উদয়াস্ত করে সে বেদান্তবাদী কয় ॥
ধ্যানগম্য সকল ধ্যানের এই ক্রম।
নিরাকার ভাবা হইতে সাকার উত্তম ॥
ধ্যানসিদ্ধি জে জনার মুক্তি তার ঠাই।
কিন্তু চিনি খেতে ভাল [চৈ]হয়া কাজ নাই ॥
জেমন আছে এই ভাল নির্ব্বাণ কিছু নয়।
মুক্তি হোতে ভক্তি ভাল কমলাকান্ত কয় ॥*॥

অথ বিষয়ভঞ্জন ॥

মত্ততা তেজিয়ে মন কর সাধু সঙ্গ।
অনায়াসে লভ্য হবে জ্ঞানের তরঙ্গ ॥
জ্ঞানের তরঙ্গ তাহে ভক্তিরূপা তরি।
শ্রীনাথ[১] গোস্বামী তাহে আপনি কাণ্ডারী ॥
জ্ঞানসিন্ধু প্রথম দেখিতে লাগে ভয়।
কাণ্ডারী উদ্দেশে অনায়াসে পার হয় ॥
সুখ ভাবিয়ে মন মজেছ ভাল ভাবে।
তরি বিনা না জানি কখন ডুবিবে ॥
কি কর কি কর মন কাল জায় [বৈ]বয়া।
রাজত্ব পেয়েছ ভাল সংসারে আসিয়া ॥
হিতবাক্য শিখাইলে তুমি ভাব আর।
কোথায় শিখেছ রে এমত ব্যবহার ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম কর মনক[২] ভাগী আমি।
লাগায়ে টাটক বাজি রঙ্গ দেখ তুমি ॥
সুন্দরী দেখিলে মন হেসে কহ কথা।
কুরূপা দেখিলে জায় নোয়াইয়ে মাথা ॥
অস্থি শুক্র শোণিত শরীরে সভাকার।
দ্বেষাদ্বেষ কর তুমি এ কোন বিচার ॥
অন্যের ঐশ্বর্য্য দেখে তুমি কর লোভ।
কামিনী কটাক্ষ করে তুমি পায় ক্ষোভ ॥
সকলে প্রধান তুমি কর ঠাকুরালী।
অকারণে চক্ষু দুটা খেয়ে মরে গালি ॥
ভাগ্যমানে করে ভোগ তুমি পায় ব্যথা।
কর্ম্মের অধীন ফল কে করে অন্যথা ॥

১। অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব। ভক্তিভাবে তাঁহার উপদেশ মত সাধনা করিলে সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়।

২। ফলক ?

সর্ব্ব ঘটে এক বস্তু এই কথাটি ধর ।
অনর্থক ভেদাভেদ করে কেন মর ॥
অন্যের মরণ [দেখে] শোকেতে অস্থির ।
অক্ষয় অমর ভাব আপন শরীর ॥
পিঠা খেয়ে মিঠা মুখ না গণিলে ফোর ।
জান না জে আপন মন্দিরে জাগে চোর ॥
এ ধন যৌবন তোর মদ্যের সমান ।
রূপ গুণ দুটি মদ্য তুমি কর পান ॥
এক মদ্যে মাতিলে মাতাল বলে তায় ।
চারি [মদে] মাতিলে তুমি কি হবে উপায় ॥
বিষয় বিষম বিষে মজিলে রে মন ।
শমন শাসিলে তোরে রাখিবে কোন জন ॥
আসিবে যমের দূত হাতে লয়ে দড়া ।
বিপরীত বন্ধনে বান্ধিবে পেছিমোড়া ॥
লৌহের মুদ্গার পাবে মাথার উপর ।
কাহার দোহাই দিবে কে তোর দোসর ॥
কে তোমার কার তুমি চায় মুখ ।
ঠেকিলে ঠকের হাতে পাবে বড় সুখ ॥
জন্মিলে মরণ আছে তাহা তুমি জান ।
অকারণ শরীর অক্ষয় করে মান ॥
জাতাআতে একক দেখ দোসর পাতে[া] নাই ।
তবে কেন জড়াজড়ি করে মর ভাই ॥
জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত অবশেষ ।
ভেবে দেখ সংসারে সুখের নাই লেশ ॥
জখন আছিলে জীব জঠর নিবাসে ।
পাসুরিলে জঠর যন্ত্রণা দশ মাসে ॥
তথাপি তখন তোর তত্ত্বে ছিল মন ।
পৃথিবীতে জন্মিয়ে হারাইলি সেই ধন ॥

বন্ধপাশে পণ্ডিত পড়িয়ে গেলে ভোলে।
পুত্র বলে জননী তুলিয়া নিল কোলে ॥
বন্ধপাশে বিধির লিখন বলবান।
কে খণ্ডিতে পারে ভাই কর্ম্মের বিধান ॥
কর্ম্মরেখা সারিথি বসিয়ে গেল ভালে।
জে দিকে চালায় রথ সেই দিকে চলে ॥
বাল্যের বিষম লেঠা অধিক জঞ্জাল।
অপমান ভুক্তি পরবশে জায় কাল ॥
বিভা [বৈ]হলে বন্দি করে হাতে দিয়ে দড়ি।
লক্ষ মণ লোহার নির্ম্মিয়ে দিল বেড়ি ॥
জখন যুবক তছু যুবতীর খেলা।
মম সম যৌবন জুগিয়ে দেহ ডালা ॥
তুমি কর নাগরালা সে করে সংহার।
শেষে হেঁটো ধরে বসিলে উঠিতে পারা ভার ॥
অনুরাগে রোগের অঙ্কুর বান্ধে পুড়া ;
অনায়াসে পঞ্চাশ বৎসরে হয় বুড়া ॥
অন্ত্র জায় দন্ত জায় বাতে ধরে গাঁঠে।
শেষে কর্ম্মের যোগ্যতা নাই বসে বসে আঁটে ॥
খন কাশি বাতাসে কোমর পড়ে খসে।
মিছামিছি সতত চোবাল নাড়ে বসে ॥
অন্যে বলে বুড়া বুঝি জপ করে কার।
হেতা তার সঙ্গে দায় নাইক দাড়ি নাড়া সার ॥
বৃদ্ধ কাল বর্ণিতে উপজে উপহাস।
মুখে বড় দাপট অন্তরে বড় ত্রাস ॥
ক্ষুধার সময়ে জদি কিছু পায় খেতে।
জেন দৈন্য পাইলে স্বর্ণ কলস পাস্তাতে ॥
জত দিন ধন উপার্জ্জনের শকতি।
তাবৎ পর্য্যন্ত হয় পরম আরতি ॥

জখন যোগ্যতাহীন হাতে নাহি কড়ি।
কেহ না সম্ভাষে তায় জায় গড়াগড়ি ॥
অবশ ইন্দ্রিয়গণ যমে ধরে কেশ।
এখন তখন মরে তনু অবশেষ ॥
তথাপি না ভাবে নিজ অবসান দশা।
মানস মার্কণ্ডেয় জিনিতে করে আশা ॥
ত্রিদোষ[১] দংশনে তনু হৈল অতি জরা।
কফে কণ্ঠ নিরোধ নিশ্বাস বহে ত্বরা ॥
শ্রুতিহীন কর্ণ মুখে বাক্য নাহি আর।
চক্ষু মিলে অনিমিখে দেখে অন্ধকার ॥
নিরখিযে জীবের নিশ্বাস উর্দ্ধ বাট।
পরমশিবের পথে লাগিল কপাট ॥
শয্যা শত কণ্টক সমান বিন্ধে কায়া।
তথাপি না দূর হয় শরীরের মায়া ॥
ভ্রমণ করয়ে জীব জেখানে জে নাড়ী।
সচান সমান কাল জায় তাড়াতাড়ি ॥
ধন লয়ে ধনী জায় সূত্র জায় পাছে।
মৃত্যু সম যন্ত্রণা জগতে কিবা আছে ॥
প্রাণ [ ]লয়া ব্যাকুল বিপাকে পড়ে গাঁথা।
ইথে বল ঈশ্বর প্রসঙ্গ থাকে কোথা ॥
অতএব যাবৎ যোগ্যতা নহে হীন।
তাবৎ পর্যান্ত দেখ আপনার দিন ॥
কদাচ না মরে জীব মৃত্যুভাগী তনু[২]।
ধর্ম্ম কর্ম্ম অধর্ম্মের সাথী চন্দ্র ভানু ॥

১। বায়ু, পিত্ত, কফ।

২। জীবের মৃত্যু হয় না। কারণ, আত্মা ভৌতিক পদার্থ নহে। কেবল ভূতাশ্রয় দেহেরই মৃত্যু হইয়া থাকে। সনৎসুজাতীয় পাঠে ইহার উপলব্ধি হইবে।

পুণ্যকর কর্ম্ম কিম্বা পাপে দেহ মন।
ভেবে দেখ ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয় বন্ধন ॥
একবার মরিলে আসিবে আর বার।
কহ দেখি এ সব যন্ত্রণা হবে কার ॥
কামনা-রহিত হয়ে জদি কর কর্ম্ম
কর্ম্মফলে কর্ম্ম নাশে আছে তার মর্ম্ম ॥
কাষ্ঠেতে উপজে [অগ্নি] কাষ্ঠ করে নাশ।
কাম সহিত কর্ম্মে কাটে [কাটে] মায়াপাশ ॥
কমলাকান্তের কথা না কর হেলন।
কর্ম্ম খেই কাটিতে কেবল নিরঞ্জন ॥

অথ যোগপ্রকরণম্ ॥

আদৌ আসনবিধিঃ ॥

যোগের বিধান জেবা জানে সেই মহাদেবা[১]
জ্ঞানসিন্ধু অখিলের গতি।
কিঞ্চিৎ কহিব সার ভবসিন্ধু হইতে পার
জাহাতে সুস্থির হয় মতি ॥
প্রথমে আসন মূল[২] কত আছে নাহি কূল
করিতে শরীর সমাধান।

১। মহাদেবকে এই জন্য যোগীন্দ্র, যোগীশ্বর, যোগিবল্লভ নামে অভিহিত করা হয়। তাঁহাকে শুদ্ধ সত্ত্বময়, জ্ঞানময়ও বলা হয়।

২। অর্থাৎ যে আসনে বসিয়া সাধনা করিতে হইবে, সেইটি প্রথমে নির্ণয় করা আবশ্যক। পৃথিবীতে যত প্রকার জীব আছে, আসনও তত প্রকার। ইহার মধ্যে চতুরশীতি প্রকার আসন সচরাচর সাধকগণ প্রধান বলিয়া মানেন। আসন-সমূহের মধ্যে কোন্‌টী কোন্ সাধকের পক্ষে প্রশস্ত, তাহা না স্থির করিয়া যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধক কমলাকান্ত সেই কথাই এইখানে

জত দেখ জীব জন্তু সকল আসন কিন্তু
তাহে কর একটা প্রধান ॥
দক্ষ পদ বাম অঙ্গে বাম পদ দক্ষ অঙ্গে
দৃঢ় করি কর আরোপণ।
বুকেতে চিবুক[১] দিয়ে নাসিকাগ্র নিরখিয়ে
হৃদিমাঝে স্নম নিরীক্ষণ ॥
শুনিয়ে না কর ভয় সাধিলে অসাধ্য নয়
জারে কহে বদ্ধপদ্মাসন।

* * * *
* * * ॥

অথ প্রাণায়াম ॥

আত্ম যোগ প্রাণায়াম জদি করে এক যাম
সেই জন সাধকের রাজা।
পাত[ক] করিয়ে ধ্বংস আপনি পরমহংস
দেবলোকে করে তার পূজা ॥
শুনহ তাহার বিধি শুভ পদ্মাসন বান্ধি
মারুত করহ নিরীক্ষণ।
পূরকে ষোড়শ বার কুম্ভ চতুর্গুণ তার
কুম্ভকের অর্দ্ধেক রেচন ॥
পূরকেতে বাম নাসা রেচকে দক্ষিণ নাসা
কুম্ভে রোধ উভয় নাসিকা।

বলিয়াছেন। যে আসনে যাহার মতি সুস্থির হয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বায়ত্ত হয়, তাহার পক্ষে উহাই প্রশস্ত।

১। আর্থার এবেলেন-প্রবর্ত্তিত পণ্ডিত শ্রীতারানাথ বিদ্যারত্ন সম্পাদিত তন্ত্রগ্রন্থাবলীর ষট্‌চক্রনিরূপণ নামক গ্রন্থে ৫০ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় এই বিবরণ বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

ইথে মূল মন্ত্র বিধি অধরা প্রণব সাধি
রোধনে অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা ॥
তিন গুণ তিন দেবা তিন কার্য্য কর সেবা
অধরা কেবল নিরঞ্জন ।
সত্ত্ব রজস্তম গুণে জড়িত করিয়ে তিনে
তিন কার্য্য কর নিরীক্ষণ ॥
যথাক্রমে জোট পাই অনুক্রমে কর তাই
পূরক কুম্ভক সুরেচন ।
মহাবেগে বায়ু ধায় শ্রুতি না শুনিতে পায়
তারে কহে উত্তম সাধন ॥
পুষ্টিতা পূরকে পাই কুম্ভকেতে বায়ু আই
রেচকেতে রোগ বিমোচন ।
করিতে সাধন বিধি শরীর না কাঁপে জদি
উর্দ্ধগতি উঠিবে আসন ॥
মনের ক[রি]হ স্থির শরীর হইবে ধীর
অল্পাহার তাহার ঔষধি ।
কমলাকান্তের ভাষা অবশ্য পূরিবে আশা
জদি কর জে কহিলাম বিধি ॥ * ॥

অথ সুষুম্নাদ্বারমোক্ষণম্ ॥

শু[ন]হ কারণ করিতে সাধন
এ বড় মরম কথা ।
দুয়ারী সাপিনী শুয়াছে আপনি
পবন শরীরে কোথা ॥
শুন শুন তার মারুত আহার
মুখানি দুয়ারে দিয়ে ।

সুমেরু গমন করিতে পবন
পুন আইসে উলটিয়ে ॥
পথ বিমোচন আছএ কারণ
শুনহ তাহার ভাষা।
কহিব জেমন করিবে তেমন
পূরিবে মনের আশা ॥
প্রথমে আসন কয়াছি সাধন
যতনে করিবে তায়।
বসি ধীরি ধীরি সরু সরু করি
পবন পূরিবে কায় ॥
তিন কোণখানি জ্বলিছে আগুনি
তাহাতে পাড়িবে ফু।
সহি[তে] না পারি পথ পরিহরি
নাগিনী ছাড়িবে মু ॥
সে পথ গমন করিতে পবন
তাহাতে উঠিবে ধ্বান।
সে ধ্বনি মাঝারে ভাব আপনারে
তবে সে সা[ধ]ক জান ॥
পুন সেই ধ্বনি উঠিয়ে আপনি
জেখানে হইবে লয়।
সেই সে পবম পদ অনুপম
কেবল আনন্দময় ॥
প্রথম সাধন করিলে রচন
করহ সাধক জন।
কমলাকান্ত কহে নিতান্ত
এই সে পরম ধন ॥ * ॥

অথ খেচরী মুদ্রা ॥

রে রে বন্ধো সাধকসিন্ধো
যোগ পরম করি জান।
আসন বান্ধয় আধ পল সাধয়
অসুচয় দূর পয়ান ॥
সুস্থির নয়ান বিনা অবলোকন
বিষধর আপন দেহা।
স্থিরতর অনিল বিনা অবলোকন
বরিষব আনন্দমেহা ॥
মন অতি স্থির বিনা অবধান
নিশিদিন সম উজিআরা।
রসনে তালুমূল পথ অবরোধব
শশধর বিতরব ধারা ॥
আপহি মূল মূল নিরঞ্জন
উভয় মূল কুরু এক।
রে মন সাধয় রিপুকুল নাশয়
দূরয় বরণ বিবেক ॥
কিঞ্চিৎ ভেদ শুন পুন জে সাকার
ব্রহ্ম করি সেবে।
ইহ বিধ সকল কিন্তু অবলম্বন
রাখব নিজ নিজ দেবে ॥
পরম যোগ অভিধান খেচরী

* * *[১]।

অণিমাদি গুণ উনবিংশতি ভেদনে ॥
বিংশতি ভেদিয়ে করে যোগ নিরক্ষণ।
জ্যোতির্ম্ময় দেখ একবিংশতি ভেদন ॥

১। ১৮ সংখ্যক পাতাখানির অভাব।

দ্বিতীয় বিংশতি ভেদ সকল সঞ্চরে।
বাক্‌সিদ্ধি হয় ত্রয়োবিংশতি বিচারে॥
চতুর্বিংশতি ভেদিলে মায়া মোহ টুটে।
পঞ্চবিংশে সকল বাঞ্ছিত আসি ঘটে॥
আর পরি গাঁঠি ভেদ করএ সাধন।
ত্রিশ গাঁঠি ভেদিলে সমাধি মহাধন॥
করবাল কর জদি শুন এই যোগ।
তথাপি পাপের ধ্বংস দূরে জায় রোগ॥
শিবের বচন সত্য মিথ্যা কিছু নয়।
গাঁঠ ভেদের কথা কমলাকান্ত কয়॥

অথ মোক্ষবার্ত্তা॥

ঘরের ভিতরে লয়ে দুয়ারে কপাট দিয়ে
দ্বাদশ অঙ্গুল ভরে পেটে।
জদি পলাইতে চায় দৃঢ় করি ধরে তায়
ঠেলাঠেলি করে লয়ে হেটে॥
রমণী লইয়ে সাথে ধায় পদ্মবন পথে
কুলে কপালে হয় কালী।
সাহসে করিয়ে ভর প্রবেশে পরের ঘর
ধর্ম্মাধর্ম্মে দিয়ে জলাঞ্জলি॥
সঙ্গীগুলা খুজে মরে কে তার উদ্দেশ করে
কেবা তার পায় পরিচয়।
একবার সর্ব্বনাশ একাকী করিয়ে বাস
যমেরে দেখিতে লাগে ভয়॥
সদা মত্ত মধুপানে আপনারে শ্লাঘ্য মানে
আত্মঘাতী বটে সেই প্রাণী।
কৌতুকে কমল কয় শুনিয়ে না কর ভয়
সেই জন সাধকচূড়ামণি॥

অথ দশদ্বারনিরূপণম্ ॥

যোগের বিধান শুনিতে ভয় ।
করিতে [সাধন] সকলি হয় ॥
ভয় কর না ভবের নাগব ।
আপনি হইবে সুখের সাগর ॥
আলিস করা নিদ্রা জাই ।
দুখের অভাব কিছুই নাই ॥
হাত পা [টৈ]লয়া থাক পড়ে ।
খোড়া চলিবেন ঘোড়ায় চড়ে ॥
শুনিলে শুন আবার কই ।
তোমা আমা ভিন্ন নই ॥
ভিয়া মাঝারে প্রদীপ জ্বলে ।
হংস মন্ত্র সদাই বলে ॥
আমার ঘরে আমি থাকি ।
তোমার ঘরে তোমায় দেখি ॥
জ দিন ঘর ত দিন রব ।
ঘর ভাঙ্গিলে একটি হব ॥
ঘরখানি তার একটা খুটি ।
খুটির মাঝে শতেক কুটি ॥
কুঠির ভিতর থাকে জে ।
জত রঙ্গের গোড়া সে ॥
কায়া মন্দির দশ দুয়ার ।
একটি দুয়ার জানা ভার ॥
দুই চক্ষু দুই নাসা ।
দুই কর্ণ এক ভাষা ॥
গুহ্য আর লিঙ্গ নয় ।
এক দ্বার গোপনে রয় ॥

সেই দ্বারে মনের বাসা।
তাই নিলে পূর্ণ আশা॥
কমলা] কান্ত কথা মান।
সেই স্থানটির মর্ম্ম জান॥ ❋ ॥

অথ বায়ুবিবরণম্ ॥

দশ দ্বারে চলিলে বায়ুর শুন ধর্ম্ম।
দেহমধ্যে দশ বায়ু করে কোন কর্ম্ম॥
সর্ব্বদা অপান বায়ু থাকে মূলাধারে।
শরীরে[র] মল মূত্র বিসর্জ্জন করে॥
স্বাধিষ্ঠান চক্রে থাকে ব্যান বায়ু জেই।
বস্তু লই খাই সদা বাঞ্ছা করে সেই॥
সেই বায়ু সমস্ত শরীরে করে বাস।
পাএর ঔষধে মস্তকের রোগ নাশ॥
মণিপুর চক্রেতে সমান বায়ু থাকে।
সর্ব্বকাল অনল উজ্জ্বল করি রাখে॥
প্রাণবায়ু অনাহত চক্র জার স্থান।
হংস মন্ত্র সর্ব্বদা সাধয়ে বলবান॥
জপ যজ্ঞ সনে যোগের অভিধ্যান।
জত কিছু যাবৎ পর্য্যন্ত আছে প্রাণ॥
বিশুদ্ধ নামেতে চক্র উদানের স্থিতি।
ব্রহ্মের দুয়ারখানি রাখে নিতি নিতি॥
প্রাণ আদি পঞ্চ বায়ু শুনিলে কারণ।
নাগ আদি পঞ্চ তার শুন বিবরণ॥
নাগ বায়ু শরীরে[তে] চেতন করায়।
লোচনে নিমিখ হেতু কূর্ম্ম থাকে তায়॥

কৃকর বায়ু[র] কর্ম্ম শুন বিবরণ।
সেই বায়ু ক্ষুধা আর তৃষ্ণার কারণ ॥
হাঁচি হাই হাস্য দেবদত্তের আচার।
ধনঞ্জয় বায়ু হৈতে শব্দের সঞ্চার ॥
ধনঞ্জয় বায়ু থাকে মজ্জার ভিতরে।
মলে তিন দিন থাকে শরীর মাঝারে॥
কদাচ শিবের কথা না হয় অন্যথা।
সব পিণ্ড ফোলে তার এই সে মর্ম্মতা ॥*॥
দশ বায়ু শুনিলে যোগের মহাধন।
অত[ঃ]পর কহি শুন তত্ত্ববিবরণ ॥
প্রথমে আকা[শ] তত্ত্ব অসূক্ষ্ম অব্যয়।
মারুতে[র] জন্ম তাকে কহিল নিশ্চয় ॥
বায়ু হৈতে বহ্নি হয় বহ্নি হৈতে নীর।
নীর হৈতে উপজিল পৃথিবী শরীর ॥
যোগের বিধান পঞ্চ তত্ত্বের বিধান।
উৎক্রমে উপজে অনুক্রমেতে সংহার ॥
সংসারে জতেক দেখ পঞ্চতত্ত্বময়।
পাছে পঞ্চবিংশতি গুণের সৃষ্টি হয় ॥
অস্থি মাংস নখ চর্ম্ম লোমের সঞ্চার।
পৃথিবী[র] পঞ্চ গুণ জানিবে বিচার ॥
সর্দ্দী (?) শুক্র মূত্র লাল শোণিত বিস্তার।
পঞ্চগুণ জলের এমত ব্যবহার ॥
ক্লান্তি ক্লেশ নিদ্রা আর ক্ষুধা তৃষ্ণা জত।
পঞ্চ গুণ বহ্নির জানিবে অবিরত ॥
ধার[ণ] চলন ত্যাগ সংখ্যা সমর্পণ।
মারুতের পঞ্চ গুণ কর নিরীক্ষণ ॥
কাম ক্রোধ লোহ মোহ লজ্জা অতিশয়।
আকাশের পঞ্চ গুণ ব্রহ্মবাদী কয় ॥

ব্রহ্মজ্ঞানের তত্ত্ব শঙ্কর কহিল।
ভেবে দেখ নিরাকার সাকার জন্মিল ॥
এই কথা গোপন করিবে অতিশয়।
তত্ত্বগুণ কমলাকান্ত কয় ॥

অথ কার্য্যারম্ভে শুভাশুভজ্ঞানং ॥

যথাক্রমে কহিলাম তত্ত্বের বাখান।
শুনহ পরম তত্ত্ব কার্য্যের সন্ধান ॥
দ্বি সপ্ত গেহ নাড়ী শরীরের মাঝে।
তার মধ্যে দশ নাড়ী প্রধান বিরাজে ॥
তিন নাড়ী শুন তাহে প্রধান রচনা।
ইড়া আর পিঙ্গলা কহিব সুষুমনা ॥
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন তিনে অধিপতি।
তিনে তিন গুণ তাহে পবনের গতি ॥
কোন বায়ু গমনে করিব কোন কর্ম্ম।
বিস্তার করিয়া কহি শুন তার মর্ম্ম ॥

অথ ইড়ালক্ষণং ॥

যাত্রা দান বিবাহাদি শুভ কর্ম্ম জত।
বিদ্যারম্ভ বাস্তাদি ভূষণে হই রত ॥
শান্তি পুষ্টি ক্রিয়ারম্ভ বীজের বপন।
যজ্ঞ মঠ প্রতিষ্ঠাদি মন্ত্র সাধন ॥
বান্ধবের দর্শন মৈত্রতা করি ইথে।
গৃহ প্রবেশন বল সংগ্রহ করিতে ॥
গৃহাদি আরম্ভ কিবা কূপাদি খনন।
গীত বাদ্য নৃত্য আদি ধনের স্থাপন ॥
বাণিজ্যগমন দীক্ষা দাস পরিগ্রহ।
ইষ্ট পূজা সব্য কর্ম্ম সাধন করহ ॥

ইড়া নামে বাম নাড়ী চন্দ্রে বাতাস।
এই সব কর্ম্ম কর পূর্ণ হবে আশ॥

অথ পিঙ্গলালক্ষণং॥

যজ্ঞ জয় অস্ত্রের অভ্যাস দ্যূতকর্ম্ম।
শাস্ত্রের অভ্যাস কর জানি তার মর্ম্ম॥
গজ বাজি যন্ত্রাদি বাহনে কর ভর।
চৌর্য্য কর্ম্মে বিবাদে প্রশস্ত দিবাকর॥
শিল্পকর্ম্ম যন্ত্রাদি সাধনে এই বিধি।
গীত বাদ্য নৃত্য আর মৈথুন ঔষধি॥
ভূতাদি সাধন কর ক্রয় আর বিক্রয়।
উচাটন মারণ মোহন ইথে হয়॥
শাস্ত্রের প্রসঙ্গ যুবতী আলিঙ্গন।
শয়ন ভোজন স্নান গাত্র অভরণ॥
স্তম্ভনাদি করহ অঙ্গনা কর বশী।
নদীসন্তরণ ক্রূর কর্ম্ম অভিলাষী॥
দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী সূর্য্যের বাতাস।
এই সব কর্ম্ম কর পূর্ণ হবে আশ॥
ক্ষণে ক্ষণে দক্ষিণে ক্ষণেক বামে বয়।
সুষুম্নাখ্যা নাড়ী সেই জানিবে নিশ্চয়॥
সৌম্য কর্ম্ম ক্রূর কর্ম্ম উভয়ে নৈরাশ।
ঈশ্বরের চিন্তা কর পূর্ণ হবে আশ॥
যোগশাস্ত্র অনেক প্রকার নিরখিয়ে।
বর্ণিলাম সার বস্তু সংক্ষেপ করিয়ে॥
যোগের অভ্যাস কিবা মন্ত্রের সাধন।
সকলের ঠাকুর জানিবে সেই ধন॥
অনায়াসে অজ্ঞানতিমিরে করে নাশ।
শিবের সমান জীব কাটে মায়াপাশ॥

সাধন করিতে সাধকের আছে মন।
প্রথমে অভ্যাস কর সাধকরঞ্জন ॥
নরবাণী দৈববাণী ইথে নাহি ভেদ।
ধর্ম্মের স্বরূপ শব্দ জান অবিচ্ছেদ ॥
সাধ বা না সাধ জদি পাঠ কর নিতি।
তথাপি হইবে ধ্বংস হংসের দুর্গতি ॥
অতঃপর কহি শুন আত্মনিবেদন।
ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ ॥
জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্দ্ধমান।
শ্রীপাট গোবিন্দমঠ গোপালের স্থান ॥
প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তার পদরেণু জার মস্তকভূষণ ॥
নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।
ভাষাপুঞ্জে বিরচিল সাধকরঞ্জন ॥

ইতি শ্রীকমলাকান্তবিরচিতং সাধকরঞ্জন যোগগ্রন্থ সমাপ্তঃ ॥*॥

নামেতে শ্রীশিবরাম চন্নাতে নিবাস।
যোগশাস্ত্র সাধন করিতে তার আশ ॥
সাধকের প্রীতি হয় চক্ষের অঞ্জন।
অতএব লেখিলেক সাধকরঞ্জন ॥
ওঁ পরমদেবতায়ৈ নমঃ ॥

শব্দার্থ-সূচী

অতিদেশ (আরোপ) ৯

অধরা (অধরে, মুখে) ৪২

অনিমিখে (নিনিমেষে) ৩৯

অবরোধব (অবরোধ করিবে) ৪৪

অবস (অবশ, বিবশ) ৮ ; (অবশ্য) ৯

অভিলখই (ইচ্ছা হয়) ৯

অসুচয় (শরীরস্থ প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু) ৪৪

আই (আয়ু) ৪২

আন (অন্য) ৩৫

আপহি (নিজ) ৪৪

আপন্থ (আপন) ৯

আরতি (সেবা-পূজা) ৩৮

আরা (আর, অপর) ৯

ইথে (ইহাতে) ২৫, ৩৫, ৩৯, ৪২, ৪৯, ৫০, ৫১

ঈষৎ নয়ানে (আড়চোখে) ১৩

উ (ও) ১০

উগারে (উদ্গিরণ করে) ৩৪

উজিআরা (উজ্জ্বল) ৪৪

উপজে (উপজাত হয়) ৪০, ৪৮

উহ (ও, সে) ৯

এনা (এই) ১০

কটোরা (মাটির পেয়ালা) ৬

কন্দুল (?) ৩৫

কয়াছি (কহিয়াছি) ৪৩

করএ (করে বা করহ) ৪৫

কিয়ে (কিবা) ৮

কী (ষষ্ঠীর চিহ্ন) ৯

কুরু অনুজ্ঞায় ১, ৯, ৪৪

খন কাশি (খন্ খন্ কাশি) ৩৮

গুমান (গৌরব) ১২

চায় (মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া) ৩৭

চঁচর (কুঞ্চিত) ৫, ২৫

ছড়া ছড়া (গোছা গোছা) ৫

জটিত (জড়িত) ১, ৫, ২৪

জনু (যেন) ১০

জাইতে (যাইতে) ৩১

জায় (মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া) ৩৬

জুয়ায় (যোগ্য হয়) ১৭

জো (যাহা) ৯

জোট (যুক্ত, প্রণালী) ৪২

টাটিক (বাঁধা) ৩০

টাস (ধাক্কা, আঘাত) ১২

টিকুলা (ললাট-ভূষণ, টিপ) ৫

টুটে (হ্রাস হয়) ৪৫

ঠাকুরালী (প্রভুত্ব) ৩৬

তছু (তাহার) ৩৮

তথি (তত্র) ১৯

তবহুঁ (তথাপি) ৯

তহি (তাহাতে আবার) ৪ ; (তৎ, সে) ২১, ২৪ ; (তত্র) ২৫

তহিপর (তদুপরি) ২৪

তঁহ (সে) ৯

তিথে (তত্র, সেই দিকে) ১৪

তুরিত (ত্বরিত) ১৩

তে কারণে (তন্নিমিত্ত) ১১

তেজবক (ত্যাগ করিব) ৯

দূরয় (দূর কর) ৪৪

দোহ (দুই) ১৮, ২০

ধ্বান (ধ্বনি) ৪৩

নাগরালী (লাম্পটা) ৩৮

নিমিখ (নিমিষ) ৪৭

নিসেষ (নিঃশেষ ?) ৪

নেহারি (দেখি) ১৪

পঞ্চম (রৌপ্যনির্ম্মিত পদাভরণ ৫

পঞ্জর (পিঞ্জর) ১০

পয়ান (প্রয়াণ) ১৩

পরি (পরে বা উপরি) ৪৫

পসিল (প্রবেশ করিল) ১২

পহরী (প্রহরী) ১০, ২১

পাখালে (প্রক্ষালন করে) ৫

পাঙ্গা (স্তূপ) ৩৮

পাত্যে (পাইতে) ৩৭

পায়(মধ্যম পুরুষের ক্রিয়া) ৩৬

পালটি (ফিরিয়া) ১৪

পাসরিয়ে (ভুলিয়া) ৫

পাসলি (পদাঙ্গুলি-ভূষণ) ৫

পাসুরিলে (ভুলিলে) ৩৭

পিণ্ড (দেহ) ৪৮

পুড়া (মৌলিক অর্থ শস্যবীজাদি রাখিবার আধার) ৩৮

পেখলু (দেখিলাম) ৮

বরিষব (বর্ষণ করিবে) ৪৪

বলনি (গঠন) ২০

বাখান (ব্যাখ্যান) ৪৯

বাট (পথ) ৩৯

বায় (বাতাসে) ৭

বাসে (মনে করে) ৩১

বিতরব (বিতরণ করিবে) ৪৪

বিভা (বিবাহ) ৩৮

বিলসই (বিলাস করে) ৩৪

বেসর (নাসাভরণ) ৫

ভরম (সম্ভ্রম) ১২

ভাবহু (ভাবনা কর) ৯

ভাসই (ভাসে) ৩৪

ভাসল (ভাসিল) ৩৪

ভিন (ভিন্ন) ১৩

ভুলহি (ভুলিয়া) ৯

ভোলে (বিহ্বলতাবশতঃ) ৩৮

মনক (কিন্তু) ৩৬

মু (মুখ) ৪৩

মুঝে (আমায়) ৯

মেহা (মেঘ) ৪৪

রঙ্গনাগ (রঙ্গণ ?) ৫

রস (কৌতুক) ১১

লোহ (লোভ) ৪৮

সচান (সয়চান, শ্যেনপক্ষী) ৩৯

সাখী (সাক্ষ্য) ৩৯

সুনেহ (স্নেহ, প্রেম) ৪

সুরু সুরু (ধীরি ধীরি) ৪৩

সেহ (সে) ৯, ২৪

সো (ত্যাগ) ৯

হলক্ষ মণ্ডল—(শিব প্রোক্ত পাদুকাপঞ্চকম্ নামক স্তোত্রে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ; যথা,—তস্য কন্দলিতকর্ণিকা-পুটে ক্‌ প্তরেখমকথাদিরেখয়া ।

সংশোধন ও সংযোজন

[প্রথম সংখ্যা পৃষ্ঠা এবং দ্বিতীয়টি পঙ্‌ক্তিবাচক]

পৃঃ ১-২৩ জানিয়া , ৪-১৯ পতু'বিমর্গনাশকামিনী ; ৬-২৬ অবস্থায় ; ৯-১৮ মম মন চকোর ; ৯ ১৯ অতিদেশ ; ১২-১৯ অক্তী ; ২৪ ৯ অনুকূল ; ৩০-১২ হলক্ষ মণ্ডল মাঝে ; ৩০-২৬ এই' শব্দের পর 'ত্রিকোণের তিন কোণে হ ল ক্ষ তিন অক্ষর এবং' সংযোজ্য ; ৪৪-১১ নিশি দিন সম ইত্যাদি ।